অবকাশ-গাথা।

কোষকাব্য।

বিবিধচ্ছন্দোবন্ধে গ্রথিত।

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ বসু-প্রণীত।

"শরদিন্দুসুন্দরমুখী
চেতসি সা মে গিরাং দেবী।
অপহৃত্য তমঃ সন্তত
মর্থানখিলান্ প্রকাশয়তু॥"
সাহিত্যদর্পণম্।

কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোম্পানির বহুবাজারস্থ ২৪৯ সংখ্যক
ভবনে ষ্ট্যান্‌হোপ্ যন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১২৮৩ সাল।

সূচিপত্র।

অবকাশ-গাথা।

ঈশ্বরতত্ত্ব।

কোথায় সে ঋষিবর এ বিশ্বভবনে,
তপন - সঙ্কাশ তীক্ষ্ণ বুদ্ধির কিরণে
মায়ার বাগুরা ভেদি অটল অন্তরে,
তড়িৎ সমান পশি দেশদেশান্তরে,
নানা জাতি ধর্ম্মশাস্ত্র স্তূপাকার করি
তন্ন তন্ন রূপে দেখি দিবা বির্ভাবরী,
প্রকৃত ঈশ্বরতত্ত্ব লভিতে সক্ষম?
অবশ্য মানিব তাঁর শক্তি নিরুপম।
পরন্তু অজ্ঞান নর! সাধ্য কি তোমার,
অনন্ত অদ্ভুত সৃষ্টি রচনা যাঁহার,
বিশ্বব্যাপী বিশ্বপাতা অখিল-কারণ,
এ ক্ষুদ্র হৃদয়ে তাঁরে করিবে ধারণ?

এক বিন্দু বারিকণা প্রাণিপুঞ্জময়
নিরখি বিস্ময়ে তব শিহরে হৃদয়।
বহিতেছে যে সমীর—জগৎ-জীবন,
সুধাই তোমারে তার আকার গঠন।
কি উত্তর আছে তব অহে বুদ্ধিমান্,
মহৎ বুদ্ধির তব এই কি প্রমাণ?
মস্তক উপরি শোভে অনন্ত গগন,
বল শুনি কেন তার সুনীল বরণ?
চন্দ্র সূর্য্য ধূমকেতু, তারকা-মণ্ডলী,
কোন্ উপাদানে সৃষ্ট জ্যোতিষ্ক-আবলী?
সামান্য মৃত্তিকা কোন্ পদার্থে গঠিত?
চরণ-দলিত তৃণ কিসে নিরমিত?
এই লঘু প্রশ্নাবলী করিয়া শ্রবণ,
উত্তর প্রদানে কেন বিষণ্ণ-বদন?
এই ত তোমার ভণ্ড পাণ্ডিত্যের ফল,
সামান্য পদার্থ ভাবি হইলে বিহ্বল!
তথাপি দাম্ভিক, কোন্ গুণে অবিরত
লইয়া ঈশ্বরতত্ত্ব গর্ব্বে উন্মত?

অহে তীর্থ-পরায়ণ! সুধাই তোমারে,
যাপিলে জীবন অনিদ্রায় অনাহারে

ভ্রমিয়া অশেষ তীর্থ ধরম লভিতে,
জগদীশ-কৃপাকণা হৃদয়ে ধরিতে;
কিন্তু এবে কহ শুনি কোথা সেই স্থান,
নিগূঢ় ঈশ্বরতত্ত্ব যথা বিদ্যমান?
শুদ্ধ তীর্থ-ধামে তিনি এত কি সদয়,
বিপুল অবনী তাঁর পক্ষে কিছু নয়?
রে মুগ্ধ, কি সাধ্য তব হও অগ্রসর
এক পদ, বিনা তাঁর করুণা-অক্ষর।
সামান্য পতঙ্গ হ'তে মাতঙ্গ কেশরী
উত্তাল করিছে যাঁর স্নেহের লহরী;
কত চন্দ্র সূর্য্য লোক ভূলোক অনন্ত
কটাক্ষে যাঁহার সৃষ্টি ব্যাপিয়া দিগন্ত;
কার সাধ্য তাঁরে বদ্ধ রাখে এক ঠাঁই,
এ ঘোর প্রমাদ তব আজো ঘুচে নাই?
অনন্ত জগৎ এই সমাধি-মন্দির,
স্থান ভেদাভেদে কেন তথাপি অস্থির?
কে তুমি, কি হেতু ভবে মানবের ছলে,
কোথায় এসেছ, যাবে পুনঃ কোথা চলে;
নিজতত্ত্ব কর স্থির জ্ঞানাহৃত পানে,
দুর্লভ সে আত্মতত্ত্ব কল্পান্ত-ধেয়ানে।

কৌমার।

আয় রে সে শুভদিন আয় রে আবার!
শোক তাপ দূরে যাবে, অহঙ্কার লজ্জা পাবে,
সরলতা যোগাইবে আনন্দ অপার,
বহিতে হবে না আর সংসারের ভার।
অন্তর বিমল হবে, কুটিলতা নাহি রবে,
যে করিবে স্নেহ, হব তখনি তাহার,
আয় রে সে শুভদিন আয় রে আবার!

২

প্রভাতে উঠিয়া যাব জননীর ঠাঁই;
বসিয়া তাঁহার কোলে, আধ আধ মধু বোলে,
বাহুতে ছাঁদিয়া কণ্ঠ কত না সুধাই'
সানন্দে তাঁহার পাশে রহিব সদাই।
স্নেহময়ী সযতনে, শিরে হস্ত-পরশনে,
ঘুচা'বেন রোগ শোক যতেক বালাই,
আয় রে সে শুভদিন, ডাকি তোরে তাই।

৩

ধূলি মাখি ঘুচাইব চিত্তের বিকার ;
প্রিয় সঙ্গিগণ সহ, খেলা করি অহরহঃ,
প্রাঙ্গণে সকলে মেলি করিব বিহার,
মনের মালিন্য তাহে না রহিবে আর।
ধনের গৌরব চিতে, না পারিবে প্রবেশিতে,
ভিখারী বালক সাথে খেলি অনিবার,
জানাব অনিত্য ভবে ভ্রাতৃভাব সার।

৪

বসন ভূষণ আদি করিব হে দূর,
যে ভাবে এসেছি ভবে, অন্যথা নাহিক হবে,
সেই ভাবে যেতে হবে ধর্ম্মরাজপুর,
লক্ষপতি হইলেও তখন আতুর।
বিষয়ের মায়াজালে, আগামী অন্তিমকালে,
সংসারে টানিবে দিয়া যাতনা প্রচুর,
ও দিকে টানিবে বলে কৃতান্ত নিঠুর।

৫

তাই বলি অরে জীব ঋজুভাব ধর,
কৌমার পুনরাগত, ভাব এ যৌবন হত,
আত্ম পর ভেদাভেদে হ'ও না কাতর,
শান্তি বিনা কোথা ভবে সুখ নিরন্তর ?

অসার সংসার মাঝে, কত জনে কত সাজে,
হ'ও না সে সব হেরি কাতর-অন্তর,
সুবিমল-সুখদাতা একা পরাৎপর।

নিদ্রা।



কে গো তুমি অয়ি মায়াবিনি!
ভুবন-মোহিনী রূপে, নয়ন-হারিণি!
জীবের যাতনা যত
নাশ তুমি অবিরত
মন্ত্রপূত করি বিধি সৃজিলা তোমায়,
অঙ্গ-পরশন মাত্র অচেতন-কায়।

অয়ি ত্রিভুবন-বিজয়িনি!
শান্তশীলে স্নেহময়ি বিজন-রঙ্গিণি!
লভি তুয়া দরশন,
বিমোহিত জগজন,
ক্ষণেক সংসার হ'তে লয়ে অবসর,
দেবেন্দ্র-বাঞ্ছিত সুখে জুড়ায় অন্তর।

কুসুম-ব্যজন করতলে,
তুহিন-কদম্ব তাহে কিবা ঝলমলে,
জীবের নয়ন-দলে,
সে ব্যজন হ'তে গলে,
বিন্দু বিন্দু হিমকণা মরি কি শীতল,
তার ভারে মুকুলিত নয়ন-যুগল।

দেহময় সুধার আসার
ছড়াইয়া হর দেবি, চৈতন্য-বিকার।
অবশ ইন্দ্রিয় যত,
ইন্দ্রজালে সংজ্ঞাহত,
জগৎ পাসরি জীব কোন্ মন্ত্রবলে,
ধীরে ধীরে ধরে তব নিচোল অঞ্চলে।

বৈজয়ন্তধামে তব গতি,
বিনোদিয়া তুয়া রূপ হেরি শচীপতি,
ইন্দ্রাণীর রূপ ভুলি,
হৃদয়-কবাট খুলি,
প্রীতি-সিংহাসনে, সতি, বসান তোমারে,
মুদিত সহস্র আঁখি শোভা হেরিবারে।

মৃগেন্দ্র, শার্দূল, মদকল,
বরাহ মহিষ খড়্গী—ভীম পশুদল;
তুয়া অঙ্গ পরশনে
স্বভাব ভুলিয়া মনে
ধরণী-শয়নে রহে ধূলায় ধূসর,
পতঙ্গ বিহরে রঙ্গে অঙ্গের উপর।

যেন মণিমন্ত্র তুমি ধনি,
তাই বুঝি নত কর ভুজঙ্গ-রমণী?
ফণিনী মণি-কুন্তলা,
হিংসনে সদা চঞ্চলা,
সেও পরাজিত, দেবি, তোমার মায়ায়,
অলসে অবশ ফণা ভূতলে লোটায়।

প্রদোষ-আগতে দ্বিজকুল
লভিতে তোমার কৃপা ভূতলে অতুল;
আহার বিহার কেলি,
সমুদয় দূরে ফেলি,
কাতরে তোমারে ডাকে পশিয়া কুলায়,
মুদিত-নয়ন-যুগ তোমার চিন্তায়।

জিতেন্দ্রিয় ঋষি মহামতি,
সংসার তেয়াগি যাঁর কাননে বসতি।
ধর্ম্ম বলে মহাবলী,
দিয়া সুখে জলাঞ্জলি,
বিকার-বিহীন-চিত্ত সদা নিরঞ্জন ;
আকুল-পরাণ তিনি তোমার কারণ।

নবপ্রসূ অতি ভাগ্যবতী
পরাণ-পুতলি পুত্র কোলে লয়ে সতী,
বদন-কমল তার,
হেরে স্নেহে অনিবার,
কিন্তু তুয়া পরশনে মুদিয়া নয়ন,
ক্ষণকাল ভুলে থাকে অঞ্চলের ধন।

বিরহ-বিধুরা-বালা দুখে
বিরলে বসিয়া যবে কাঁদে নত-মুখে,
আঁখি দুটী ছল ছল,
অশ্রু ঝরে অবিরল,
আলু থালু কেশপাশ যেন পাগলিনী—
জুড়াও তাহার জ্বালা, মানস-মোহিনি!

পতি-শোকে নারী অভাগিনী
ধরায় লোটায় দেহ দিবস যামিনী;
তাহার হৃদয়-নিধি
যে দিন হরে'ছে বিধি,
তদবধি নিরবধি ভাসে নেত্র-জলে,
সে মুখ মুছাও দেবি, আপন অঞ্চলে।

ব্যাধি-গ্রস্ত অভাগার মনে
অপার আনন্দ হয় তুয়া দরশনে,
তুমি তারে কোলে লয়ে,
জননী সদৃশ হ'য়ে,
কোমল-কর-পল্লবে পরশি হৃদয়
সুশীতল কর তার অঙ্গ সমুদয়।

যবে জীব এই ধরাতলে,
বিধির বিপাকে পড়ে কালের কবলে,
লইতে জীবন-মণি
দংশায় কৃতান্ত-ফণী,
জ্বালায় অথির হয়ে আর্ত্তনাদ করে,
তোমার করুণাবারি তার দুঃখ হরে।

তুমি, দেবি, জগৎ-জীবন ;
শ্রম-শীল - নর - চিত্ত - অমূল্য - রতন।

তোমার করুণাবলে,
জীবে জীব মহীতলে,
শোক তাপ চিন্তা-জ্বরে শান্তি-প্রদায়িনী ;
রূপগুণে নিরুপমা বিশ্ব-বিনোদিনী।

নিশাগমে বিরাম - দায়িনি !
সঙ্গে লয়ে সহচরী স্বপ্ন কুহকিনী,
নর-হৃৎ-সিংহাসনে
বসিয়া একান্ত মনে
পীযূষ-লহরী "শান্তি"—মোহন মুরলী
বাজাও দোঁহায় মেলি—মধুর কাকলী।

স্বপন স্বজনী কুতুকিনী,
দেখাইতে ইন্দ্রজাল মহা মায়াবিনী।
ক্ষণেক কৌতুক তরে,
চিত্রিয়া কোমল করে,
মানস-মোহিনী ছবি চারু-দরশন,
নয়ন-মুকুরে সুখে করেন ধারণ।

এ ভব সংসার মায়াজাল,
হয়ো না হয়ো না জীব বৃথা আর কাল,
ক্ষণকাল নিদ্রা-বলে,
মোহিলে ইন্দ্রিয়-দলে,
চেতনা-রহিত-তনু রহে মৃতপ্রায়;
ভাব তাই মহানিদ্রা আসিবে ত্বরায়।

কাননে ধ্রুব।



কে তুমি বালক, একা গহন কাননে,
নবনী - সদৃশ - তনু চারু সুকুমার,
পিন্ধন অজিন বাস ধরম - সাধনে,
চাচর চিকুরে কেন জটার সঞ্চার ?

দর-মুকুলিত হায় নয়ন-কমল
অবিরল ধারে অশ্রু করে বরষণ!
রাগশূন্য সবিষাদ বদন-মণ্ডল,
বিকচ কুসুম যথা করিলে মর্দ্দন।

কাঞ্চন-লাঞ্ছন-কান্তি প্রিয়-দরশন,
এ হেন বরণ তব তপনের তাপে
দগধ হইয়া করে কালিমা ধারণ,
তোমার এ দশা হেরি পাষাণ বিলাপে।

রুচির তারকাবলী শারদ অম্বরে
ঝিকমিক করে যথা কহিনুর-মণি;
তেমতি ললাটে স্বেদবিন্দু শোভা ধরে,
মদনে জিনিয়া তব অঙ্গের বলনী।

বিষাদে বিরস আহা বাঁধুলি-অধর
কানন-ভ্রমণ-শ্রমে বাক্য নাহি সরে!
তথাপি হেরিয়া তব বিশঙ্ক অন্তর,
ভাসিছে হৃদয় মম বিস্ময়-সাগরে।

কিশোর বয়সে তুমি অহে মহামতি!
তাপসের বেশ ধরি বিজন গহনে,
কি লাগি ভ্রমণ কর মৃদুমন্দ-গতি,
রাজ্যরাগ পরিহরি, বিষণ্ণ বদনে?

কলঙ্কষ* মৃগান্তক বরাহ মহিষ
ভীষণ শারুকা† ঋক্ষ‡ পিশুন গণ্ডার,
হেরিলে তরাসে জীব হারায় নিমিষ,
কিন্তু নহে বিচলিত অন্তর তোমার।

---

* সিংহ। † হিংস্র। ‡ ভল্লুক।

ভয়ের নিবাস এই অরণ্য গভীর
নানাজাতি-হিংস্র-পশু-ভুজঙ্গ-সঙ্কুল,
ভয়ে প্রবেশিতে নারে অসিহস্ত বীর,
ধন্য হে সাহস তব ভূতলে অতুল।

রাজবংশে জন্ম তব শুন হে কুমার!
পিতা তব সসাগরা ধরণী-ঈশ্বর;
হীরামণিমরকতে পূর্ণিত ভাণ্ডার,
বিচিত্র-বিমল-কান্তি সৌধ মনোহর!

সংসার তেয়াগি কেন বিরক্ত অন্তরে
বিপিনে ভ্রমিছ কেন একাকী বিহরি,
আবরিয়া কটিতট অজিন অম্বরে,
কৃতাঞ্জলিপুট ধরি হৃদয় উপরি।

কনক - রুচির - পট্ট - যুগল - বসন,
পদ্মরাগ-সুশোভিত উষ্ণীষ তোমার,
চরণ-মঞ্জীর, কটি-কিঙ্কিণী ভূষণ,
কণ্ঠ - আভরণ গজ - মুকুতার হার।

এ সব বিভব ফেলি কুটিল বদনে
আজু পশিয়াছ, সাধো, অটল অন্তরে,
বিবিক্ত গহনদেশ তপস্যা - কারণে
জলাঞ্জলি দিয়া হায়, সুখে অকাতরে।

পবিত্র শরীর তব হরিনামাঙ্কিত,
ক্ষুধা তৃষা পরিহরি নামামৃত-পানে;
মরি কি সেজেছ আজি কেশব-আশ্রিত,
ধরম-পুতলি বলি পুরাণে বাখানে।

নরকুল-অবতংস! পূরব জনমে
আছিলে দেবতা, এবে মানবের ছলে
অবতীর্ণ ধরাধামে, ধরম করমে
সাধিতে জীবের হিত নিজ পুণ্যবলে।

নতুবা কৌমারে হেন পাসরি সংসার
জনক জননী ভাই বন্ধু পরিজন,
কে কোথা তাপসবেশে ভ্রমে অনিবার,
রুধির-লোলুপ-পশু-অটবী-ভবন?

মায়ারশৃঙ্খল কাটি, ধার্ম্মিক-প্রধান!
সুখ-সেতু ভাঙ্গিয়াছ তপের উজর,
পীযূষ-লহরী-ধারা,—হরিগুণ-গান
শ্রবণ-চষক ভরি পিয় নিরন্তর।

অনাদি অনন্ত দেব নিখিল-কারণ,
শুনিলে যাঁহার নাম পাষাণ বিদরে
চরণ-উড়ুপ তাঁর করিয়া ধারণ
ঝাঁপ দিলে অনায়াসে বিবেক-সাগরে।

সত্য করি বল, সাধো, শিখিলে কোথায়
সুধাময় নাম—"পদ্মপলাশলোচন,"
যে নাম শ্রবণে ভয়ে অন্তক পলায়,
রসনা পবিত্র হয় করিলে গ্রহণ।

বল অহে শিশুবর, সুধাই কাতরে,
কে তোমার দীক্ষাগুরু হইল কাননে?
কার সাথে কথা কও প্রসন্ন অন্তরে,
হাস্য-তরঙ্গিত-দর-প্রফুল্ল-বদনে?

সুকৃত-রতনগর্ভা তোমার জননী,
তুমি তাঁর অঞ্চলের অমূল্য রতন,
তাই বলি একবার আইলে রজনী
চুপে চুপে গিয়া তাঁরে দিও দরশন।

তোমারে না হেরে সতী বিকল-হৃদয়,
অপাঙ্গ বাহিয়া ধারা ঝরে অবিরল,
মায়ের পরাণে বল কত দুঃখ সয়,
হারা হ'য়ে হেন নিধি জীবন-সম্বল।

জননী তোমার, ধ্রুব, জনম-দুঃখিনী,
তুমি বিনা কেবা তাঁর আছে ত্রিভুবনে,
দংশায় তাঁহারে সদা সতিনী-ফণিনী—
গরল, ভূপাল-চিত্ত-কুসুম-সদনে।

বিমাতার বাক্যবাণে বিভিন্ন-হৃদয়
জননীর উপদেশ নারিল ধারণে,
যাহার লাগিয়া হেন বৈরাগ্য-উদয় ;
কোরকে শুকাল ফুল হায় রে কেমনে ?

তুমি ধ্রুব, সুনীতির নয়নের তারা—
জননী-বদন-ইন্দু-কুমুদ-রতন,
নয়ন-নিমিখ-হারা, কান্দি সতী সারা,
চিন্তাদাবানলে তাঁর দহিছে জীবন।

দ্বৈপায়ন দেবঋষি দশ দিকপাল
নিরশনে যোগাসনে কঠোর সাধনে
ধ্যান-নিয়ন্ত্রিত যুগ-যুগান্তর কাল
লভিতে যে দুরারাধ্য কমল-লোচনে।

অনায়াসে সেই ধনে ভকত-প্রবর !
সাক্ষাৎ লভিলে তুমি কোন্ পুণ্যবলে,
কেমনে সে পদাম্বুজে মজিল অন্তর ?
বিমল-কৈবল্য-ধাম যাহা এ ভূতলে।

মানব।

কে তুমি ভবের হাটে ফির অনুক্ষণ,
কভু কাঁদ কভু হাস পাগলের প্রায় ;
কোথায় জনম, কর কি নাম ধারণ,
কি কামনা করি আজি এসেছ ধরায় ?
অই দেখ সম্মুখে সে শোভিছে বিপণি—
পথিক-নয়নে যাহা সমুজ্জ্বল-মণি।

ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-চতুর্বর্গ-ফল,
অথবা অধর্ম্ম, মিথ্যা, ষড়রিপুচয়,
কি লইয়া বল তব জীবন চঞ্চল ;
কি হেতু হৃদয়ে তব আনন্দ উদয় ?
সে দিন আছিলে শিশু অধুনা প্রবীণ,
লোলতনু শুভ্রকেশ শকতি-বিহীন।

কোন্ রাজ্যে অধিবাস কে তব ভূপতি
শুনেছি প্রতাপে তাঁর ভূধর কাতর,
রবি-শশী-গ্রহ আদি পালে আত্মগতি,
বারেক কটাক্ষে কাঁপে বিশ্ব চরাচর।
আবার যে শুনি তিনি দয়ার লহরী,
সন্তান অধিক স্নেহ প্রজার উপরি।

বল শুনি কোন্ জাতি কিবা ব্যবসায়,
  পিন্ধন সুচারু বাস খচিত রতনে
ঝলসে নয়ন শির-উষ্ণীষ-বিভায়,
  হীরা - মণি - মরকত - রজত-কাঞ্চনে
কিন্তু এ বিভব সত্যসুখের কণ্টক ;
আপাততঃ চারুতায় নয়ন-রঞ্জক।

অদূরে মন্দির অই তোমার স্থাপিত,
  তুঙ্গশিরে দাঁড়াইয়া অভ্র ভেদ করি,
যাহার গরব-ভারে বসুধা কম্পিত,
  প্রতিনিধিপদে যারে বহুকাল বরি,
ভেবেছ ঘোষিবে কীর্ত্তি তব লোকান্তরে,
কিন্তু কোথা রবে তাহা কিছুদিন পরে।

কস্তূরী চন্দন চুয়া অগুরু লেপনে
  রঞ্জিত এ বপু তব বিচিত্র-গঠন,
সুরধুনী-নীরে স্নান ঊষা-আগমনে
  প্রতিদিন কর দেখি পুণ্যের কারণ।
কিন্তু রে কপট, এই ধরমের ভাণে
কেমনে ভুলারি সেই জগৎ-নিদানে ?

লভেছ অতুল ধন, অহে ধনপতি!
পাষাণে বাঁধিয়া হিয়া শ্রবণ বধির,
অনাথ-আতুরে দানে নাহি তব মতি,
নিজ সুখ অন্বেষণে সতত অধীর।
রে অধম স্বার্থপর! শেষের উপায়
স্বপনেও ভাবিলে না বিষয়-চিন্তায়।

অরে রে দাম্ভিক! অন্ধ বিদ্যার গরবে
ভেবেছ কি করতলে এই বসুন্ধরা
দম্ভভারে চিরদিন সমভাবে রবে,
তব পদাঘাতে হবে সতত কাতরা?
বিবেক-নয়নে কিন্তু হেরিলে জগৎ
হইবে কীটাণু সম তুমি রে মহৎ!

কণক-প্রতিমা জিনি চারু-দরশন
এই যে জনমভূমি দ্বিতীয়-জননী;
শোধিতে তাহার ঋণ না কর যতন
অনিত্য সংসারে মত্ত দিবস রজনী।
তরিতে বাসনা যদি ভব-পারাবার,
জগদীশ নাম তরী কর তবে সার।

জীবন-প্রদীপ যবে হবে নিরবাণ,
  কোথায় রহিবে তুমি আর পরিবার
দারসুত-পরিজন—মায়ার-নিধান,
  থাকিবে সাধের গেহ চির আঁধিয়ার ;
যাপিলে জীবন বৃথা সুখের আশায়,
কিন্তু সে যে মরীচিকা জান না কি তায় ?

সরোজিনী।

সরসী-সম্ভবে সতি অয়ি সরোজিনি,
সুকুমারি! ধর শোভা ভুবন-মোহিনী!
যবে গত বিভাবরী,
ঊষা তব সহচরী,
কুসুম-কুন্তলা বামা—অরুণের দূতী
সাদরে জাগান তোমা করিয়া আহূতি।*

কুহূকণ্ঠ বৈতালিক গায় পঞ্চস্বরে,
সমীরণ শান্তভাবে ঢুলায় চামরে।
সরসী রূপসী ধনী
ভাবি পদ্মরাগ-মণি
হৃদয়ে ধরয়ে তব মোহন মূরতি ;
তাই কি ঢলিয়া পড় ভাবে রসবতি ?

* আহ্বান।

নিশির-শিশির-বিন্দু মুকুতার পাঁতি
কপোল-কুঙ্কুম-রাগে সমুজ্জ্বল-ভাতি!
পরাগে-মণ্ডিত দেহ
লাবণ্য-রতন-গেহ
মৃদুলতা-বলয়িত বরাঙ্গ তোমার;
তব অঙ্কে বিরিঞ্চির বাসনা অপার!

ভেদিয়া বারিধি-গর্ভ দেব অংশুমালী,
রতন-মুকুট-শিরা মহাবীর্য্যশালী,
কনক-উদয়াচলে
দেখা দিলে জীবদলে,
অমনি হরষে মেল আঁখি-শতদল;
কলাপে কলাপী যথা নীরদ-বিহ্বল।

তোমার সৌরভ-ধন হরিয়া পবন
ঘোষয়ে মহিমা কত বিহরি কানন;
তেয়াগি কেশর-কুঞ্জ
ঝাঁকে ঝাঁকে অলি-পুঞ্জ
আসব-আশয়ে ধায় তব মঞ্জুবনে;
গুঞ্জরে মধুর গাথা মঞ্জুল শ্রবণে।

নবীনা প্রবীণা কত সরসীর ভিতে
সমাগত ঊষাকালে আনন্দিত চিতে,
নিরখিয়া তুয়া শোভা
যোগিজন মনোলোভা,
বেণীর ভূষণ করে কেহ বা যতনে,
অর্পয়ে কেহ বা তোমা অভীষ্ট-চরণে।

কি বিচিত্র কমলিনি, যে ভানুর করে
সন্তাপিত বসুমতী - শরীরি - নিকরে,
সুবিমল পরিমলে
আমোদিয়া বনস্থলে,
হের তুমি সে রবিরে পরম হরষে,
তবে কেন অঙ্গে বিধু কৃশানু বরষে?

নিশা-বিরহিণি অয়ি সরোজ-ভাবিনি!
রথাঙ্গ - ললনা সম তুমিও দুঃখিনী?
অপাঙ্গ টালিয়া কেন
ঘন ঘন হের হেন
বিয়োগিনী কুমুদিনী মুদিত-নয়নী;
জান না সম্মুখে তব করাল রজনী?

ময়ূর।

১

কে হে তুমি কুঞ্জবনে নিকুঞ্জ-বিহারি,
মোহন মূরতি ধরি, রূপে কুঞ্জ আলো করি,
ভ্রমিতেছ চিত্তচোর চারুশিখাধারি,
হেরিলে তোমার রূপ, উছলে আনন্দ-কূপ
তাই কি হইলে তুমি জগমনোহারী ?

২

যবে আসি উপনীতা ঊষা রসবতী
ভূষিতা তুষার-জালে, শুকতারা শোভে ভালে,
জিনিয়া কুঞ্জরপতি মৃদুমন্দ-গতি,
কত না আমোদে ভাসি, নৃত্য করি হাসি হাসি
তোষ তারে, নীলকণ্ঠ, হ'য়ে মুগ্ধমতি !

৩

বিরলে বসিয়া বিধি সরসীর তীরে,
বামে লয়ে ইন্দীবর, চারিদিকে শশধর,
কল্পনা-তুলিকা যোগে অতি ধীরে ধীরে,
আঁকিয়া তোমার দেহ, লাবণ্য-ললাম-গেহ,
ছিলেন নিমিখ-হারা ভাসি অশ্রুনীরে।

৪

হেরিয়া বিনোদ কণ্ঠ মুগ্ধ মহেশ্বর,
শত নাম অবহেলি, অমৃত নিছিয়া ফেলি,
বিষপানে নীলকণ্ঠ হ'লেন শঙ্কর।
রূপে রূপ মিলাইতে, নেত্রসুখ বাড়াইতে,
কুমার-বাহন হ'লে শিখি মনোহর!

৫

পীতধড়া-পরিহিত যশোদা-নন্দন,
চরণে নূপুর বাজে সাজিয়া রাখাল-সাজে
পাঁচনী লইয়া করে মুরলী-বদন,
তব পুচ্ছে শিরোদেশ বিভূষিয়া হৃষীকেশ
ত্রিভঙ্গে শোভিত দেব ব্রজ-বিনোদন,
ধন্য হে শিখণ্ডি, তব কলাপ-রতন।

৬

গোকুলে গোকুল-বালা সানন্দ অন্তরে,
অঞ্জনশলাকা দিয়া, চারু চক্ষু বিনোদিয়া,
নটরাজ! তুয়া রূপ দরশন করে।
মঞ্জুল বঞ্জুল-তলে, বাঁশরীর রব হ'লে,
তালে তালে ভুরুতুলে নাচিতে সত্বরে,
গাইত যমুনা যাহে কুলুকুলু স্বরে।

৭

কলিন্দ-তনয়া-তট, নিকুঞ্জ কানন,
শিখরী বা গিরিদরী. সর্ব্বত্র ভ্রমণ করি,
আনন্দ-সলিলে, শিখি, কর সন্তরণ;
নবনীপ কুঞ্জবনে বসন্তে বাসন্তী সনে
আলাপ সানন্দ মনে ঢুলায়ে নয়ন।

৮

নীরদ-মালায় যবে শোভে মহীধর,
হেরিয়া সে নবঘনে, অমনি শিখিনীসনে,
বিচিত্র বরহ খুলি নাচ মনোহর;
গগনে দামিনীবালা, উজলিয়া মেঘমালা
হাসি হাসি তব নৃত্য হেরে নটবর!

৯

কে হে তুমি কুঞ্জবনে নিকুঞ্জ-বিহারি!
মোহন মূরতি ধরি, রূপে কুঞ্জ আলো করি,
ভ্রমিতেছ মন্দগতি সুখের ভিখারি!
তুয়া রূপ নিরখিয়া, কঠিন নরের হিয়া,
আনন্দে গলিয়া হয় বিবেক-বিচারী।

সাবিত্রী।

১

কুসুম-লতিকা সম কোমলাঙ্গি সতি!
কে তুমি এ নিরজন গহন কাননে,
ভ্রমিতেছ একাকিনী—অবসন্ন-মতি,
চঞ্চল-ফণিনীবৎ মণি-অন্বেষণে?
বিলোল অলকাবলী জিনি কাদম্বিনী
আবরি বদনশশী করেছে মলিন,
দারুণ চিন্তার বেগে মরি উন্মাদিনী,
ইতি উতি ধাবমানা হ'য়ে সংজ্ঞাহীন;
অসম সাহসে করি হৃদয় কঠিন!

২

মানস-সরসী-শোভা ফুল্ল-কুমুদিনী
মলয় মরুৎ-ভরে মৃদু আন্দোলিত;
হয় কি চারুতা তার চিত্ত-বিনোদিনী,
করিলে তপত নীরে তারে সন্তাপিত?
ললিত লবঙ্গলতা সহকার-গলে,
ধরিল পসারি বাহু লভিতে আশ্রয়,
সে তরুর পতনে সে লোটায় ভূতলে;
হায় রে দুরন্ত কাল—নিঠুর-হৃদয়!
প্রণয়ি-পরাণ-ঘাতি পাপ দুরাশয়!

৩

নবীন নীরদগত নব সৌদামিনী,
এক আত্মা এক তনু একই পরাণ,
আনন্দে আবরি দেহ পতিসোহাগিনী
নিমীলিত ভাবে করে প্রেমসুধাপান।
বিধির বিপাকে কিন্তু যবে পয়োধর
শীতলিতে বসুমতী ঝরে অবিরল,
অমনি চঞ্চলা-সতী কাতর-অন্তর,
আলুথালু হাহাকারে পড়ে ধরাতল,
আহা কি তোমরো সেই দশা অবিকল?

৪

হরিণ-নিধনে যথা বিমুগ্ধ হরিণী,
নিশিত মৃগয়ু-শরে তৃণবৎ জ্ঞানে,
চকিতে সে বনস্থলী ভ্রমে বিষাদিনী,
ভাসিয়া নয়ন-নীরে আকুল পরাণে;
অথবা সে ভৃঙ্গী যথা ভৃঙ্গ-অদর্শনে
বিপিনে বিপিনে ফিরে গুন্ গুন্ করি,
সকরুণ আর্ত্তনাদে বিরস-বদনে;
তেমতি ভ্রমিছ তুমি, লজ্জা পরিহরি,
বদন-কমলে দুঃখে অঞ্চল আবরি।

৫

বিজন গহনদেশ নীরব প্রকৃতি
চারিদিকে চম্ চম্ করে বিভাবরী,
গরজে ভীষণ-নাদে ভীষণ-আকৃতি
দুরন্ত শার্দ্দূল ঋক্ষ মাতঙ্গ কেশরী
বরাহ মহিষ খড়্গী আদি বনচর—
কৃতান্তের সহোদর—হিংস্র বন্যবীর,
মদমত্ত, দম্ভভরে কম্পে চরাচর।
তাহে কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী নিবিড় তিমির,
ততোধিক ভয়াবহ নিশীথ গভীর।

৬

হেন ঠাঁই হেন কালে বীরেন্দ্র-পরাণ
নিশ্চয় পশিতে হয় মহাশঙ্কাতুর,
কিন্তু তুমি অনায়াসে ত্যজি বাহ্যজ্ঞান
অটল অন্তরে শঙ্কা করিয়াছ দূর।
কিম্বা হবে কৃতান্তের সখ্য-ভাবগত,
ভূতলে অতুল-স্পর্দ্ধা—শঙ্কা-বিরহিত।
কিন্তু তুমি মানবী যে মৃত্যু-পরাহত,
অথবা হতাশে তব লৌহময় চিত
অক্ষম ভাবিতে এবে নিজ হিতাহিত।

৭

অহো! কি নিরখি অই তব অঙ্কনীত
মনোহর-কান্তি এক যুবক নবীন,
তন্দ্রাবেশে অভিভূত চেতনা-রহিত
বিকৃতাঙ্গ, সুকুমার-বদন মলিন।
একি দেখি চারুশীলে, কুরঙ্গ-নয়নে!
অশ্রুধারা, ভাসাইয়া ললিত কপোলে
সে যুবক-উরস্তটে গলিছে সঘনে,
কাঁপিতেছে বিম্বাধর, পতি করি কোলে;
কোকনদ-দল যথা পবন-হিল্লোলে।

৮

মুষল, মুদ্গার, পাশ, জাঠি, শেল শূল,
ল'য়ে করে কে উহারা ভীম-দরশন,—
ঘূর্ণিত যুগল আঁখি, বর্ণ জবাফুল;
সুদীর্ঘ কঙ্কাল-কায় বঙ্কিম-বদন?—
কালকুণ্ঠ-সহচর বিকট দশনে
অট্ট অট্ট হাসে ঘোর নেত্র কটমটি;
কিন্তু সতি, তব জ্যোতিঃ অক্ষম ধারণে
পলায়নপর সবে প্রমাদ প্রকটি,
নাহি চায় ভয়ে পাছু নয়ন পালটি।

৯

অহহ! তুমি না সতি সাবিত্রী বিদিত
ধর্ম্মশীল - অশ্বপতি-ভূপাল - দুহিতা?
লভিয়াছ তপোবনে পতি মনোনীত
মন্মথ-বিনিন্দি-রূপে হ'য়ে বিমোহিতা;
কিন্তু আজি ভাগ্যদোষে দমসেন-সুত
তুয়া পতি সত্যবান্, কাল-কবলিত;
সম্বর নয়ননীর বিলাপ-সংযুত
তোমার করুণ-স্বরে চিত আকুলিত;
ধর অঙ্কে মৃতপতি কৃতান্ত-লিপ্সিত।

১০

অই শুন ধর্ম্মরাজ—পতিত-পাবন,
ভব-রূপ-বৈতরণী-পারের কাণ্ডারী,
কহিছেন তোমা প্রতি মধুর বচন;—
"আশ্চর্য্য হইনু আমি নৃপাল-কুমারি
"সাবিত্রি! হেরিয়া তব বল্লভ-ভকতি!
"এই তব প্রাণনাথ হইল জীবিত.
"যাও বৎসে, গৃহে যাও পতিব্রতে সতি!
"উজ্জ্বল ভারত আজি সতীত্ব-ভূষিত;
"তব নামে'ব্রত অদ্য বঙ্গে প্রতিষ্ঠিত॥"

স্বর্গীয় প্যারীচরণ সরকার।



আজি কেন শোকাকুলা ভারত-জননী,
কার তরে আঁখি-নীরে, বজ্রপাত ধরি শিরে,
ভাসিছে কাতরে সতী বিরস-বয়নী?
যুগের তপস্যা-ফলে, অতুল পুণ্যের বলে,
লভিলা অমূল্য-নিধি—সাধু-চূড়ামণি;
হায়! তাহা কে হরিল কহ লো রজনি!

শোকাতুরা নিরাধারা জনম-দুঃখিনী;—
প্রিয় পুত্র পরম্পরা, হারায়ে জীবন্তে মরা,
গতশোক না ভুলিতে মাতা অভাগিনী,
নব নব শোকে দহে, নয়নাম্বুধারা বহে,
ক্ষত-বক্ষঃ-বিদারণে মরি পাগলিনী;
হরি হরি! কত জ্বালা সবে বিষাদিনী।

ভারত-মাতার যত তনয়-রতন,—
নরসিংহ গুণাকর, যশে পূর্ণ-শশধর,
মহামান্য নিরুপম বসুধা-ভূষণ,
হায়! একে একে সবে, আঁধার করিয়া ভবে,
উজ্জ্বল করিল গিয়া ত্রিদশ ভুবন;
তুমিও সে পথে দেব, পিয়ারী-চরণ?

নরকুল-মহোদয়, দয়ার সাগর!
তোমার বিয়োগে বঙ্গ, ভুলিয়া উৎসব-রঙ্গ,
হাহাকার রবে হায়, ভেদিল অম্বর।
সারদে শুভদে গৌরি, কি পাপে কৃতান্ত সৌরি,
শুভ দিনে হেন বাদ সাধিল পামর,
দনুজ-দলনি! তাই ভাবি নিরন্তর।

বদান্যপ্রবর, সুধী, দীনবন্ধু ভবে
কে ছিল তোমার প্রায়, তাই কাঁদে উভরায়,
বিকল-পরাণ বঙ্গ-পুরজন সবে;
আবাল-বনিতা-বৃদ্ধ, দীনহীন কি সমৃদ্ধ
এ ভুবন বশীভূত সদ্গুণ-প্রভবে,
ধন্য হে দরিদ্র-পাল! ঐহিক বিভবে!

সদানন্দ, অমায়িক, প্রফুল্ল-বদন,
যে হেরিল একবার, অমনি হৃদয় তার
পূরিল ভকতি-রসে—জুড়াল নয়ন;
হায় সে মধুর বাণী, সুধা সম অনুমানি,
বারেক শ্রবণে হয় পবিত্র শ্রবণ;
কে আর শুনাবে তাহা;—হায় রে শমন!

জননী-বৎসল দেব ধার্ম্মিক-প্রবর!
ভকতি-কুসুম দিয়া যে মাতারে আরাধিয়া,
যাঁর পাদোদক-পানে পূত কলেবর;
সে বৃদ্ধারে একাকিনী করি শোকে উন্মাদিনী,
কোথায় গিয়াছ সাধো ভবলোকান্তর;
এই কি তোমার ধর্ম্ম বিদ্যার-সাগর?

চন্দনপাদপাশ্রিত লতিকা রমণী—
হায় কি দুর্দ্দশা তার, করিতেছে হাহাকার,
হারায়ে জীবিতনাথ লোটায়ে ধরণী;
তরু যদি অবহেলে অবলা তথাপি মেলে
সে চরণে—সেই তার ত্রিদিব অবনী।
কি দোষে ত্যজিলে তারে নরশিরোমণি?

কোথায় রহিল তব বন্ধু পরিজন?
মধুর বয়স্ত-ভাবে তাহাদের দিন যাবে,
এ সাধে সাধিল বাদ তপন-নন্দন;
তোমার বিরহে তারা, নিরানন্দ জ্ঞানহারা,
করিছে তোমার লাগি অশ্রু-বরষণ;
তব প্রিয় পুত্রগণ বিষাদে মগন।

হে পণ্ডিতবর! তব মহিমা অপার;
শিক্ষাদানে বৃহস্পতি, দানে তুমি অঙ্গপতি,
নিঃশব্দে সাধিলে হিত ভারত মাতার।
বঙ্গীয় মহিলাগণে, জ্ঞানালোক - বিতরণে,
নিয়ত নিরত সাধো, হৃদয় তোমার;
শোকের সাগরে ভাসে রমণী-সংসার!

বিলাতি-সভ্যতা-উপ্ত-বারুণী-ব্রততী,
কালকূট-ফলে যার, বঙ্গভূমি ছারখার,
কালের কবলে তার নিরখি নিয়তি,
ধন্য অহে সাধুবর! হ'লে বদ্ধ - পরিকর,
নাশিতে সে বিষলতা সদা বক্রগতি;
তেঁই হে বাধিত বঙ্গ যুবক যুবতী?

অক্ষয় তোমার কীর্ত্তি কলঙ্ক-বিহীন;
জন্মিয়া জগতীধামে রাখিলে হে পরিণামে
সদ্‌গুণ-আদর্শ-নাম—নিয়ত নবীন!
যত কাল জীবে বঙ্গ, উঠিবে শোকের তরঙ্গ,
ভারত-জননী রবে চিন্তায় মলিন;
লহ প্রণিপাত গুরো, ত্রিদিব-বাসিন্!

প্রদোষ ।

তোটকচ্ছন্দঃ।

অপরারুণ-কুঙ্কুম-রশ্মিপটে,
ধরণী রমণী সুষমা প্রকটে।
রবি অস্তমিতে নলিনী যুবতী,
সবিয়োগ-বিরাগ-বিষণ্ণ-মতি।
রজনীকর, অম্বর দীপি করে,
বসুধা-তিমিরাবৃত বাস হরে।
নিজ বল্লভ নায়ক ইন্দু সনে,
কুমুদী বিহরে পরফুল্ল মনে।
বিধুভক্ত চকোর কলত্র-মিলে,
অভিষিক্ত মৃগাঙ্ক-সুধা-সলিলে।
নবকুঞ্জ-বনে অলিপুঞ্জ-রবে,
কবি সজ্জন মোহিতচিত্ত সবে।
বহিছে মৃদুমন্দ পরাগ-সহ,
ময়লাগত শীতল গন্ধবহ।
সহকার সনে নব মাধবিকা,
মৃদুবাত ভরে দুলিছে রসিকা।

রজতাম্বর শীত-ময়ূখ*-করে,
নর-কিন্নর-নির্জ্জর-চিত্ত হরে।
বিহগে বিভুগান-সুধা-লহরী
বিতরে নর কর্ণ পবিত্র করি।
করুণাময়-নাম-সুধা বদনে
কর গান সদা ভুল না রসনে!

ভ্রমর।

১

কুসুমের চির সখা অলি!
সুরসিক, কণ্ঠে তব মোহন মুরলী,
বরণ চিকণ-কাল, নয়নরঞ্জন ভাল,
তোমার গাথায় সদা পূর্ণ বনস্থলী,
শুনিতে সে হৃদ্‌তান ঋষি কুতূহলী।

২

সরোবরে শোভে পদ্মিনী,—
রসজ্ঞ-ভাবুক-জন-চিত্ত-বিনোদিনী;
বসিয়া তাহার দলে, সমরন্দ-পরিমলে,
মনোহর বেশ ধর ওহে মধুকর!
নিরখি কুমদবালা কাঁদে নিরন্তর।

* শীতরশ্মি, চন্দ্র।

৩

কমনীয় - কমল - কানন,
মাধব-রমণী যথা পাতেন আসন ;
তথায় মরন্দ-ধারা, পিয়ে তুমি মাতোয়ারা,
মৃদুমন্দ সমীরণে তব শ্রান্তি হরে,
ধন্য তুমি মধুব্রত! ভুবন ভিতরে।

৪

কুসুম - মঞ্জরী, মধুকর!
তোমায় সৌরভ দানে তোষে নিরন্তর ;
স্বরালাপে সদা মত্ত, নাহি তব অন্য তত্ত্ব,
প্রকৃতির বরপুত্র সতত স্বাধীন ;
কবির মানসচোর, নিয়ত নবীন।

৫

মালাকার-বধূ আহা মরি!
করে লয়ে সাজি ফুল তুলিছে সুন্দরী,
তাহারে দেখাও অলি, বিবিধ কুসুম কলি,
তরল তিমিরে পশি নিশা-অবসানে,
গুন্ গুন্ সম্ভাষিয়া তার কাণে কাণে।

৬

শুনিয়া তোমার কলতান,
নলিনী পবনচ্ছলে ঢুলায় বয়ান।
তোমার মধুর গান, যার না রসায় প্রাণ,
সেজন প্রকৃতিপ্রেমে কভু নহে রত,
তাহার জীবনে ভৃঙ্গ! ধিক্ শত শত।

৭

সায়ংকালে বঙ্গকুলবালা—
চরণে অলক্ত, গলে দোলে কণ্ঠমালা,
গাগরী লইয়া কাঁখে, আসি যবে ঝাঁকে ঝাঁকে,
সরসী-সলিলে কেলি করে মনোহর,
অমনি কপোলে তার পড় মধুকর!

৮

পুণ্যের আশ্রম তপোবন,
পবিত্র-ধরম-ধাম—আনন্দ-কানন;
বাকল অজিন বাস, পরিহিত বার মাস
শত শত ঋষিবালা—প্রফুল্ল-কমল,
তব ভাষে পরিহাসে ঝাঁপিয়া অঞ্চল।

৯

গৌড়ীয় উদ্যানে মধুকর!
কুসুম-কলাপ-বাঞ্ছা—রূপ-মনোহর!
গাও হে সানন্দমনে, তুষিয়া জগৎ-জনে,
ভারতমাতার গুণ করিয়া বিস্তার;
শুনি তব গান ভাবে মজুক সংসার।

আকাশ।



অনাদি অনন্ত নভঃ গভীর - প্রকৃতি !
হেরিলে তোমায় দেহ-আবদ্ধ হৃদয়
ধারণা করিতে তব বিশাল আকৃতি,
অনন্ত যোজন ভ্রমে মানিয়া বিস্ময়।

দীনহীন অকিঞ্চন আমি মুগ্ধমতি,
তব যোগ্য রত্নরাজি না দেখি সংসারে,
যদিও বাসনা মনে করিয়া ভকতি
ভূষিতে ও বরবপুঃ নানা অলঙ্কারে।

কিন্তু সে দুরাশামাত্র, বিধাতা আপনি
অসংখ্যসুধাংশুসূরগ্রহতারাআদি
ছড়ায়ে তোমার অঙ্গে দিবস রজনি,
তব দেহ বিভূষণে নিয়ত বিষাদী।

অসীম শকতি তব অনন্ত মহিমা,
ভাবুক-পুলক-সিন্ধু-কুমুদিনী-পতি !
ত্রিদশ ভুবন গায় তোমার গরিমা,
কল কলে কল্লোলিনী, মন্দাকিনী সতী।

কোন্ দেব আরাধনে অহে নীলাম্বর,
অনন্ত শরীরে তুমি আবরি জগৎ
হৃদয় মাঝারে কর ব্যক্ত চরাচর,
ভার্গব-পরিধি-মাঝে পরমাণুবৎ।

সুরকুল-রঙ্গভূমি সঙ্গীত-আলয়,
কত লীলা তব ধামে হয় নিরন্তর ;
অদ্ভুত ঘটনাজালে উপজে বিস্ময়,
বিনোদ ভবন তুমি ভাব-রত্নাকর!

ক্ষণদা লইয়া নিদ্রা প্রিয়-সহচরী
ধরণী হইতে যবে লভেন বিদায়,
উদিত তরণি হেরি প্রকৃতি সুন্দরী,
কুসুম-অঞ্জলি দিয়া পূজেন তোমায়।

মধ্যাহ্নে লইয়া ভানু সুবিশাল ভালে
মেদিনী করহ দগ্ধ যবে হে গগন!
তখন বিহগ-বৃন্দ বিটপীর ডালে
বসি তব কর্ণে করে সুধা বরষণ।

রথাঙ্গ-বামার শোক উচ্ছলিত করি,
অস্তাচলে দিনমণি করিলে গমন,
এলাইয়া নিশীথিনী তিমির-কবরী
প্রকৃতিসখীরে যবে করে আলিঙ্গন ;

বিরাজ এহেন কালে, নীল নভস্তল!
কোলে লয়ে কলানিধি কুমুদ-রঞ্জন;
তারাকারা মালা গলে করে দলমল,
কৌমুদী-বসন অঙ্গে উড়ায় পবন।

কি আশ্চর্য্য নভঃ এই মহী-পরিসর
হৃদয় পরাস্ত যাহা ভাবিতে কিয়ৎ,
তা হ'তে অর্ব্বুদগুণে মহামহোত্তর
অনন্ত ভুবন, ধর বারিকণাবৎ!

দেবেন্দ্র হইতে সুখী তোমার অন্তর,
যেহেতু অবনি-কোটি সাজিয়া যতনে,
সতত-নয়নপথে বিরাজে, অম্বর!
একমাত্র বিলাসিনী সুরেন্দ্র-সদনে।

অগাধ-শরীর অহে, তোমার হৃদয়ে
অনন্ত অর্ব্বুদ গ্রহ কোথায় অর্পিত,
যথা বালু-কণা এই ধরণী-নিলয়ে,
বাষ্পীয় পরাণু যথা বারিধি-নিহিত।

কোন কোন ধূমকেতু তোমার চত্বরে
নিমিষে নিখর্ব্ব কোটি যোজন ভ্রমিয়া
মুহূর্ত্তে আপন কক্ষে কোথায় বিহরে;
আর না কখন ফিরে আইসে ঘুরিয়া।

এ সৌর-জগৎ-কেন্দ্র যদি তেয়াগিয়া
মনোরথ-বেগে-ধায় এই বিরোচন,
তথাপি তোমার অন্ত কভু তপাসিয়া
না পাইবে, চিরকাল করিলে গমন।

পরার্দ্ধ ভুবন শোভি তব কলেবরে
সসিন্ধুতটিনীজনপদ অগণন,
মুহূর্ত্তে বিলীন হ'য়ে কোথায় বিহরে,
কে বলিতে পারে অহে শূন্য-নিকেতন!

ধন্য তুমি অন্তরীক্ষ, পূর্ণ মণিজালে,
অনন্ত আধার রূপে হলে প্রতিষ্ঠিত,
যেহেতু অগণ্য - সৃষ্টি - নবোদয় - কালে,
স্থানদানে নাহি হবে কদাপি চিন্তিত।

কল্পান্তে যখন দেব ব্যোমকেশ শূলী
তমোগুণে করিবেন জটার সংহার,
ব্যোমরূপী হবে বিশ্ব রূপান্তর ভুলি,
প্রলয়-ধূমেতে ব্যোম, হইবে আঁধার।

বল অহে বিষ্ণুপদ! করো না ছলনা
সোদর অক্ষয়কাল অনন্ত শরীরে
বয়সে কনিষ্ঠ কি হে, শুনিতে বাসনা;
কে ভাসাল' কল্পে ক্ষীর সাগরে বিধিরে।

প্রজাপতি ।



কুসুমবিচিত্রাচ্ছন্দঃ ।

(বর্ণবৃত্ত ।)

বিপিন-বিহারী কুসুম-ভিখারী
সুললিত দেহে মরকত-ধারী,
নটবর ভঙ্গী মুনিজন-লোভা,
রুচির-পতঙ্গে কি অতুল শোভা !

হিমকর-দানে শশধর একে
ধরণি-সতীকে কত অভিষেকে,
তিমির-বিনাশে কুমুদ সুহাসে,
হরষ-তরঙ্গে জগজন ভাসে ।

শত বিধু অঙ্গে নিরখি বিলাসী
কত শত রঙ্গে হয় অভিলাষী ;
ফুল-কুল সঙ্গে কত রস-রঙ্গে
মজহ পতঙ্গ ক্ষণ তনু-ভঙ্গে ।

গরবিত চিত্তে মদ-উন্মত্ত
কুচরিত লাভে পরিহরি সত্ত্ব ;
তব রুচি দৃষ্টে মনুজ বিরক্ত
শুচি অনুরাগে হয় বিভু ভক্ত ।

জানকী।



তোমার ভারতী সতি, কেন মনে পড়িল ?
ভাবিতে ভাবিতে মরি, হৃদয় আকুল করি
অনিমিষ দুনয়নে বারিধারা ঝরিল ;
কেন স্মৃতি সেই কথা পুনঃ হৃদে তুলিল ?
অপূর্ব্ব কাহিনী তব, চিরদিন অভিনব,
পবিত্র চরিতে তব নীতিরত্ন ভাসিল ;
যাহার মাধুরী হেরি জগজন মোহিল।

সংসার - সরসী - জলে, কামিনী-কমল - দলে
কণ্টক-বিহীন-বৃন্তে বিকসিত হইলে ;
ধরি শোভা নিরুপম, মাধব-রমণী সম
সদ্গুণ-সৌরভে সতি, ত্রিভুবন পূরিলে।
তব প্রসূ বসুন্ধরা নানাগুণে মনোহরা
তেঁই রূপ গুণান্বিতা ধৃতিমতী হইলে !
জনক মিথিলারাজে স্নেহে তাত বলিলে।

শাপ-ভ্রষ্টা নারী তুমি উজলি ভারতভূমি
রাখিলে অক্ষয় নাম—অনন্ত - সঙ্গীত - ধাম,
'রামায়ণ' সুধার্ণব ভব - মরু-বাহিত !
যেই চারুগাথাগানে কবিগুরু জীবিত ;

তেয়াগি বৈকুণ্ঠধাম, পাসরি পদ্মার নাম,
নবদুর্ব্বাদলশ্যাম রাম ভবে উদিত?
তেঁই কি নবনী আনি, তাহাতে হলদী ছানি,
বদন গড়িল বিধি চারু-শোভা-শোভিত?
চিকুর ভ্রমরাবলী তাহে হয়ে কুতুহলী
চরণ-কমল আশে নতমুখে ধাবিত;
খঞ্জন-গঞ্জন আঁখি আপন তারল্য রাখি
অকপট ভাব ধরি তাই হেন বিনীত;
কামধনু যুগ ভুরু জঘন সুন্দর গুরু,
সুগভীর নাভিকূপ বলীভঙ্গে ভূষিত;
অধর-বাঁধুলী মরি, তাই কি অমৃত ধরি,
করিল পীযূষধারে তব বাণী ললিত?
হায় বিধি! হেন নিধি কেন দুঃখে পতিত!

কহ অয়ি চারুশীলে! ত্রিজগৎ-মোহিনি!
কোন্ পুণ্যবলে ধরা, নানারত্নে-মনোহরা,
প্রসবিল হেন কন্যা শুদ্ধ ভাবে ভাবিনী।
যৌবন-আগমে সতি, লভি মনোমত পতি
মহাবীর দাশরথি হ'লে তাঁর কামিনী;
সূর্য্য-বংশ অবতংস রাম নারায়ণ-অংশ,
অযোধ্যা যাঁহার লাগি তীর্থ-অভিমানিনী;
যাঁর গুণগানে মত্ত গোদাবরী তটিনী।

হ'য়ে হেন ভাগ্যবতী লভি যুবরাজ-পতি,
নাথ-সনে সিংহাসনে কত সাধ আছিল,
নাথের চরণ ধরি হইবারে রাজ্যেশ্বরী
আনন্দ-লহরী-মালা মনোমাঝে উদিল।
বিধির বিপাকে কিন্তু বিপরীত ঘটিল।
কোথা স্বর্ণ-সিংহাসন কোথা বন উপবন,
কনক পালঙ্ক কোথা—ক্ষিতি-শয্যা হইল।
কোথা দাস দাসী সেবে একাকিনী কোথা এবে
কোথা অন্তঃপুর, কোথা রবিকর দহিল।
কোথা হেমপাত্রে ভোগ, কোথা ফলমূলযোগ,
কোথা পাটরাণী কোথা ভিক্ষাবৃত্তি জুটিল;
তবুও নাথের সাথে সব দুঃখ ঘুচিল।
পতি ধ্যান পতি জ্ঞান, পতি বিনা নাহি আন,
একান্ত কান্তের পদে মনঃ যার মজিল;
ঐহিক বিভব তার পরাভূত হইল।

পঞ্চবটী উপবনে শ্রীরাম লক্ষ্মণ সনে
পর্ণ কুটীরে বাস যবে তুমি করিতে,
মৃগরাজ-বিলাসিনী যথা গিরি-নিবাসিনী
নির্দয় নিষাদ হ'তে পরিত্রাণ লভিতে;
নিরন্তর সেইরূপ চিন্তাহীন থাকিতে।

কালের কুটিল গতি নাহি তাহে অব্যাহতি,
অদৃষ্টের ভাবি দুঃখ মনে নাহি ভাবিতে;
কানন-বিহার-ক্লেশ এই শেষ জানিতে।
হায়! কেন কুলাঙ্গনে, মায়া-মৃগ-দরশনে
প্রেমভরে রঘুবরে বলিলে তা ধরিতে!
কিন্তু পতি-সোহাগিনি, দাশরথি-বিলাসিনি,
শ্রীরাম-সর্ব্বস্ব-ধন, সেই ফাঁদ, হরিতে!
হায় কি কুক্ষণে সতি, দেবর লক্ষণ প্রতি
করিলে দারুণ আজ্ঞা নাথরিপু বধিতে;
সুযোগে পুলক-চিত দশানন সুবিদিত
হরিল তোমায় হায়! দেখিতে না দেখিতে,
স্ববংশে দুরাত্মা নিজে অবিলম্বে মজিতে!

কনকমণ্ডিত লঙ্কা যবে তুমি হেরিলে
তখনি নিয়তি তার সিন্ধু-তলে থুইলে।
ভাবিলে তোমার দুখ বিদরিয়া যায় বুক
অশোক-কানন সতি, শোকাকুল করিলে,
ভীমকায় নিশাচরী ভীষণ মূরতি ধরি
কটুভাষ চিতে তব শেল সম হানিলে,
ভাসিত কপোলযুগ দুনয়ন-সলিলে।
লঙ্কানাথ দশানন দেখাইয়া প্রলোভন
লঙ্কেশ্বরী করিবারে করযোড়ে যাচিলে,
পাবকরূপিণী তুমি হইতে গো সুশীলে!

কহিতে কাহিনী তব উপমা না পায় ভব ;
দুঃখের আঁধারে তব চিরদিন যাপিত ;
বধিতে কৌণপকুল ভবে তুমি উদিত।
পুরুষ পরুষ প্রাণ, পরীক্ষায় পরিত্রাণ
না দিল তোমারে, তেঁই বসুমতী পাটিত
হইয়া করিল কন্যা স্বীয় গর্ভে স্থাপিত।
রঘুকুল-চূড়া-রাম তোমার কপালে বাম,
প্রজার রঞ্জন হেতু হেন রত্নে বঞ্চিত,
যদিও হৃদয় চিন্তা-দাবানলে পুড়িত।
অকলঙ্ক বিধু-রাম করুণারসের ধাম,
মহিমসাগর হেন ভূপ সত্য-ভাষিত,
তোমার কপালে সতি, দয়াগুণ-রহিত।
নারী-কুল-রত্ন তুমি উজলি ভারত-ভূমি ;
নিজগুণে কর সতি, বঙ্গবালা ভূষিত ;
আশিষ ভগিনীগণে লভিতে সে চরিত।
তব নাম উচ্চারণে ভারত-মহিলাগণে
লভুক তোমার কীর্ত্তি ত্রিভুবন-বিদিত ;
ভারত-সংসার সতি, হে ক দেব-পূজিত।

শারদীয় মহোৎসব।

[নিম্নলিখিত কবিতাবলীর উপরিভাগের কএকটী গাথা মাত্রাবৃত্ত পজ্ঝটিকাচ্ছন্দে গুম্ফিত ; লঘু গুরু উচ্চারণভেদই উহার জীবন।]

ঝাঁ ঝাঁ গুড়্ গুড়্ নৌবত বাজে,
ঝমক ঝমক ঝম ঝঞ্ঝন ঝাঁজে।
দৃমিকি দৃমিকি দাং থেই মৃদঙ্গে
ভোঁ ভোঁ ভম ভম বেণুর সঙ্গে
ঝুনু ঝুনু রুণু রুণু নূপুর গাজে,
ঝাঁগুড়্ নাকুড়্ দুন্দুভি বাজে।
ফর ফর নিশান অম্বর শোভে,
ডিমি ডিমি ডঙ্কা অন্তর লোভে।
রমণী, ঘুনু ঘুনু ঘুঙ্ঘুর-বোলে
ডগমগ-দেহা নীল নিচোলে।
কাঁসর ঘণ্টা শঙ্খ নিনাদে
মোহিত ভুবন নিমজ্জিত সাধে।
হো হো হৈ হৈ রৈ রৈ তানে,
ভেদল অম্বর ঝাঁঝল কাণে।
শারদ উৎসব মাতল বঙ্গে,
ভাসল পুরজন হর্ষ-তরঙ্গে॥ ধ্রু॥

জাগহ স্বজনি পোহা'ল রজনি,
কনক-অচলে উদিত তরণি,
কুমুদিনী শোকে মুদিত-নয়নী,
কমলিনী দর-হসিত-বয়নী,
উঠ উঠ সখি যামিনী ভোর।

শীতল-মলয়-অনিল-লহরী
খেলিছে কাননে মৃদুল বিহরি,
সরসী-সলিলে নাচিছে সফরী,
কুসুমে-কুসুমে দুলিছে চঞ্চরী;
ভ্রমর পশিছে কমল-কোর।

মল্লিকা মালতী করবী বকুল,
টগোর শেফালী জাতি যূথী ফুল,
কামিনী রমণ গুলাব অতুল,
পথিক নিকর করিছে আকুল
হৃদয়-মোহন-সুরভি-দানে।

বিপিন-বিহারি-বিহগ-কূজনে
জুড়াল শ্রবণ সুধা-বরষণে,
প্রিয় সখী ঊষাসহ আলাপনে
সাজিল প্রকৃতি কুসুম-ভূষণে;
ভুবন ভরিল ললিত গানে।

জাগহ স্বজনি পোহা'ল রজনি,
উদয়-অচলে হের দিনমণি,
হের গো হরষে জলজ-বয়নী
সারদা গিরিজা গণেশ-জননী ;
ভাসিছে ভারত সুখের নীরে।

শুন শুন অই বাজিছে বাজনা,
পুলকে সঘনে করিছে ঘোষণা,
এতদিন পরে উমেশ-বাসনা
হৈমবতী সতী মৃগেন্দ্র-বাহনা
গিরীন্দ্র-ভবনে আইল ফিরে।

ভাসিছে মেনকা নয়ন-আসারে
নিরখি নিরখি প্রাণের উমারে,
বহুদিন পরে পাইয়া শিবারে
কপোল চুম্বিয়া কহিছে তাহারে—
"আয় আয় বাছা আয় রে কোলে

"কত দিন পরে ও বিধু-বদন
নেহারি হইল সফল নয়ন,
ডাক মা 'মা' ব'লে জুড়াক শ্রবণ,
শুনা রে শুনা রে মধুর বচন ;
ডাক রে বারেক মধুর বোলে।

"আমি মা তোমার দুখিনী জননী
শুন গো মা উমে নয়নের মণি,
হ'য়ে চিরদিন পাষাণ-ঘরণী
সাধে পরাঙ্মুখ দিবস রজনি ;
তাই কি মা ব'লে নাহিক মনে ?

"তোমার বিরহে পরাণ বিকল,
ঝর ঝর ঝরে নয়নের জল ;
হৃদয়-মৃণাল-বিকচ-কমল !
যাহার পরশে শরীর শীতল,
বঞ্চিত অভাগী এ হেন ধনে।

"কত সাধ বাছা, এ পোড়া হৃদয়ে
উপজে নিরখি অপর-নিলয়ে
কত সুখে তারা জীবন যাপয়ে
দুহিতা জামাতা লইয়া উভয়ে ;
সে সুখ হ'বে কি আমার ভালে ?

"বছর ফিরিতে যুগের সমান
ভাবিয়া ভাবিয়া হইনু পাষাণ,
তাই কি দুদিন কর অবস্থান,
কোলে পিঠে করি জুড়াই পরাণ ;
এমন দেখিনি মা কোন কালে।"

নীরবিল রাণী ভাসিল নয়ন
অনলে হইল সলিল-মিলন,
এদিকে সানন্দ ভারত-ভবন,
নাচিছে গাইছে যত পুরজন,
এমন সাধের দিন না হ'বে।

শ্বেত নীল রাঙা কমল তুলিয়া
গাথে থরে থরে কুসুম-মালিয়া,
অরুণ প্রতিম জবা ফুল দিয়া
অপরাজিতার মালিকা গাঁথিয়া
করে আয়োজন পূজার সবে।

শোভিছে দুয়ার সহকার-দলে
মঙ্গল কলস, কদলী যুগলে,
গন্ধরস-ধূম উঠিছে প্রবলে,
আনন্দ উৎসবে মাতিল সকলে,
দেয় হুলুধ্বনি কুলের নারী।

স্বজনে স্বগণে মধুর মিলনে,
উছলে তরঙ্গ জীবন-জীবনে,
আজি কি আনন্দ ভারত-ভবনে,
'জয় জয়াবতী' সকল বদনে;
বহিছে সকলে জাহ্নবী-বারি।

নবীন বসন নবীন ভূষণ
ললিত বরাঙ্গে করিয়া ধারণ,
কুলের কামিনী বিকাশি বদন
মৃদু মৃদু হাসি বিহরে ভবন
ফুটায়ে নলিন চরণতলে।

নিয়ত বিয়াধি-পীড়িত অধম
যাহার ক্লেশের নাহিক চরম,
সেও আজি ত্যজি লোকের সরম
ধরিছে বদনে হসিত সুষম,
তিতিয়া আপনি পুলকজলে।

ভবানী তারিণী দনুজ - দলনী,
মহামায়া আদ্যা জগৎ - জননী,
গিরিশ - মোহিনী কনক-বরণী,
বিরাজে অপর্ণা শমন - দমনী,
দরশনে ঘুচে যাতনা ঘোর।

জাগহ স্বজনি পোহা'ল যামিনী
গায়ক গায়িছে ললিত রাগিণী,
নিরখ ভবনে মহিষ - মর্দ্দিনী
নগেন্দ্র-নন্দিনী ভূতেশ-ভাবিনী;
দুঃখের রজনি হইল ভোর।

নিশীথ।



জয়দেবানুকরণ তালাষ্টক পদমালা।

[ইহার মাত্রাবলী অর্থাৎ লঘু গুরু বর্ণের নিয়মিত উচ্চারণ সমূহ শ্রুতিসুখকর, সুতরাং তাহাতেই ইহার যাবতীয় উপাদেয়ত্ব।]

অয়ি চারু বিভাবরি!
ইন্দু-বদনে, সুর-বরাঙ্গনে!
নব জলদ-বাহন সুশীতল সমীরণ
খেলিছে কমকুমদ-কাননে ॥ ধ্রু ॥

চিতমথনকারিমুখ উড়ুগণ-সুশোভিত
হাসিছে মৃদু কুমুদ - রঞ্জন।
প্রকৃতি বর-কামিনী রসিক-চিত-হারিণী
সাজিছে পরি' কুসুম-ভূষণ ॥ ১ ॥

শশধর সুরঙ্গিণী পরিমল-বিলাসিনী
কুমুদিনী—বিধু-হৃদয়-নন্দিনী,
দর-বিকচ- আননে প্রণয় - রস - মন্থনে
ভেল শশিসঙ্গ-অনুরাগিণী ॥ ২ ॥

ঘন বকুল কাননে শ্রুতি-যুগল-মোহিয়া
গুঞ্জিছে মধুবরত-পুঞ্জে।
অভিসরণ-লোলমতি - যুব-যুগল-রঞ্জনে
গায়িছে বৈণবিক কুঞ্জে ॥ ৩ ॥

গিরিনিকর - শেখরে কান্তসহ কিন্নরী
মোহিছে গীতিমধু বর্ষণে।
সিন্ধু - অনুগামিনী বঙ্কিম তরঙ্গিণী
নাচিছে বিধুকর-বিভূষণে ॥ ৪ ॥

চূত - তরু - আসনে মঞ্জুস্বর সাধনে
ঘোষিছে পিকবর সুতানে।
নগ-হৃদয়-বাসিনী দ্বিরদ-অরি-কামিনী
ভীষণে জলদরব হানে ॥ ৫ ॥

গিরি-কুসুম-কানন সুরঞ্জি জন-মানসে
ঢালিছে সুরভি মরুদঙ্গে।
নর্ম্ম - অনুরাগিণী নাগ - বরবর্ণিনী
মাতিছে আলিসহ রঙ্গে ॥ ৬ ॥

কবি-নিবহ-মোহনে রজনিকর-অঙ্গনে
খেলিছে হরিণশিশুপুঞ্জে।
শ্রবণ সুখ দান করি ভৃঙ্গ-অনুরাগিণী
নীরবে কমল-মধু ভুঞ্জে ॥ ৭ ॥

নয়ন সুখ - দায়িনী বাসব-দিগঙ্গনা
হাসিছে মুখ-কমল কুঞ্চনে।
কাঞ্চি-মণি-মঞ্জু নব বলয় কমকিঙ্কিণী
বাজিছে ভ্রমরগণ-গুঞ্জনে ॥ ৮ ॥

পীবর পয়োধর বিলম্বি নবমালিকা,
কাঁপিছে ঘন ঘন সচঞ্চলে।
কুমুদবঁধু বাসরে ললিততনু রোহিণী
ঝাঁপিছে বদন ঘন-অঞ্চলে।

সুর তরুণি-সংহতি মরালগতি ভঙ্গিতে
আগত পুরন্দর-সমাজে।
দাং দ্রিমিকি দাং দ্রিমিকি বাজত মৃদঙ্গমুখ
মেনকা সুর-যুবতি সাজে ॥ ১০ ॥

বিষ্ণুপদ-চিন্তনে গতদুরিত-ভঞ্জনে
ধার্ম্মিক ধিয়ান-পরতন্ত্র।
জীবকুল-ধারিণী ধরণি নব-কামিনী
সাধিছে বিশ্বগুরুমন্ত্র ॥ ১১ ॥

বঙ্গবালা।



এই না সে বঙ্গ বিখ্যাত ভুবন,
সুখকর যথা অরুণ-কিরণ ;
গুঞ্জরে দ্বিরেফ কমলবনে ?

প্রকৃতি-স্বজনী ঊষা-বিদ্যাধরী
বিবিধ কুসুমে সাজায়ে কবরী
ফুলময় - তনু—দ্বিরদ-গামিনী,
নিতি নিতি যবে বিগত যামিনী,
সাদরে জাগায় কামিনীগণে।

এই না জাহ্নবী সুপবিত্র-কায়া,
বহে কল কলে বৃষধ্বজ-জায়া,
হৃদয়ে বিরাজে অনন্ত গগন,
গ্রহরাজি তারা হিমাংশু তপন,
কতই গৌরব তরঙ্গ ধরে ?

অদূরে শোভিছে তুঙ্গ মহীধর,
গভীর - প্রকৃতি, দুর্গম - শেখর,
নাম বিন্ধ্যাচল—নগেন্দ্র বিশাল,
মহীরুহ তাহে পিয়াল তমাল,
নানা বর্ণধারি-বিহঙ্গের গান,
সঙ্গীত-তরঙ্গে মিলায়ে সুতান,
ভুবন মোহিছে মধুর স্বরে।

চির পুণ্যভূমি—এ বঙ্গ ভবন,
গুণে নিরুপম, ধরণি-ভূষণ,
সুখের আকর, দয়ার সাগর,
স্নেহের অমিয়া-মাখান-অন্তর,
তবে কেন তার এহেন দশা?

পরবশে যার গেল চিরকাল,
তখনি ত তার পুড়েছে কপাল,
হৃদয়ের আশা ভরসা সকল,
তখনি ত তার হ'য়েছে বিফল,
সুখের আস্বাদ হ'য়েছে কষা।

রূপের মাধুরী বঙ্গের অঙ্গনা,
কমল-বদনা হরিণ-নয়না,
নবনী-পুতলি তনু সুকুমার,
চপলা জিনিয়া হাস্যের আকার,
ধর্ম্ম-পরায়ণা পতিব্রতা সতী,
সংসার-উদ্যানে ললিত ব্রততী;
তবে হা বিধাতঃ, কেন রে নিদয়,
সন্তাপে দহিছ কোমল হৃদয়?
পরাধীনভাবে গেল চিরকাল,
ধরিল সমাজ কৃপাণ করাল,
অবলা তাহাকে কেমনে রোধে?

চির অবরোধ কেনই সহিবে,
ভানুর কিরণ নাহিক দেখিবে ;
অনন্ত জগৎ নভঃ নিরমল,
মলয় - সমীর, ধরণি - কমল,
নদ, নদী, গিরি, নির্ঝরের জল,
কেন বা এ সব হইবে গরল,
জগতের ঋণ কে পরিশোধে ?

ঘুচেছে সে কাল জনমের মত,
যখন স্বাধীন ছিল অবিরত,
এ ভারতভূমে নর কি নারী।

এবে সেই কথা হ'য়েছে স্বপন,
সমাজের জালে জড়িত জীবন,
গতি নিরূপিত বিতস্তি-প্রমাণ,
তবুও তাহাতে নাহি পরিত্রাণ !
তাই কি স্বাধীন জীবন ধারণে,
করিলে রমণি, বাসনা গোপনে ?
যুগল শৃঙ্খল করপদে যার
তার কি ভরসা আছে কিছু আর ;
হৃদয়-আগুন হৃদয়ে জ্বলিল,
বারিকণা তাহে নাহিক মিলিল ;
ভাবিয়া জীবন জনম বিফল,
দারুণ সন্তাপে হইলে বিহ্বল,
ঝুরিছে নয়নে নিয়ত বারি।

তথাপি সে আশা অনিষ্টের মূল,
স্বাধীন রমণী নয়নের শূল,
কুলের কলঙ্ক, সমাজ-জঞ্জাল,
ভুজঙ্গ সদৃশ অধুনা সে কাল
কেন আশা কর আনিতে বলে।

ভারত মহিলে! জ্ঞানের সাধন
কর গৃহে বসি করিয়া যতন,
ঘুচিবে আঁধার মনের বিকার,
আনন্দের স্রোতঃ বহিবে অপার,
হইবে সংসার সুখের আধার,
জীবন সফল পবিত্র ফলে।

কালের তরঙ্গ সদাই চঞ্চল,
নিয়তির গতি ক্রমশঃ তরল;
কখন হইবে সুখ সমায়াত,
দুঃখের রজনী হইবে প্রভাত,
স্বাধীনতা-শশী ভারত-গগনে,
কালেতে ভাতিবে উজ্জ্বল কিরণে
মধুর-মুরলী-কাকলী-লহরী—
কবিকুলগান—মাতাবে কেশরী,
গরবে চলিবে 'বঙ্গীয় বালা।

এই আর্য্যভূমি রত্ন-প্রসবিনী,
নারীনরকুলে বিখ্যাত মেদিনী,
বৈদেহী, সাবিত্রী. দ্রৌপদী, ভবানী,
খনা, লীলাবতী, দময়ন্তী রাণী ;
পুরাবৃত্তে ঘোষে কত না গৌরব
বিস্তারি চৌদিকে যশের সৌরভ ;
কিম্বা সে রোমীয় কার্থেজ রমণী
যাদের গরবে টলিত অবনি,
সুখে জলাঞ্জলি দিয়া বার বার,
স্বদেশ মহিমা করিল বিস্তার ;
নারীকুল - পূজ্য ললনা-নিকর,
যাহাদের গুণে সমাজ কিঙ্কর ;
ধর সেই মত চরিত্র বিমল,
অচিরে হইবে ভারত উজ্জ্বল ;
বিকাশিবে কীর্ত্তি-পূর্ণশশধর ;
ঘুচিবে কলঙ্ক জুড়াবে অন্তর।
মুদিত - নয়নী ভারত - রমণী
মেলিবে যে দিন জ্ঞান-আঁখি-মণি
তখনি ঘুচিবে সকল জ্বালা!

দময়ন্তী।



রমণি-রতন-খনি-কহিনুর-মণি!
মনোহর কান্তি যার, পূরিয়াছে এ সংসার,
যার তুল্য নাহি হেরি অন্বেষি ধরণি,
হতাশে ঝুরিছে আঁখি পরমাদ গণি।
হায় বিধি গুণধাম, করুণা-বারিধি-নাম,
সযতনে এ রতনে আনিয়া অবনি,
কেন দুঃখ-সিন্ধুনীরে ডুবালে তখনি;
অথবা পরীক্ষা-ছলে দেখিবে সতীত্ব ব'লে,
সৃজিয়া যতনে এই সুশীলা রমণী;
অবশেষে নানা বাদ সাধিলে আপনি?

মুকুতা মোতিমপুটে জলধি-জীবনে,
তার তরে কত নরে জীবন উৎসর্গ করে,
কিন্তু ঘরে অনাদরে রমণী-রতনে;
সত্য কি না এ কাহিনী ইন্দুনিভাননে?
নতুবা বল্লভ হেন প্রতাপে তপন যেন,
নিষধ-নগরী যাঁর লুণ্ঠিত চরণে,
তাঁর কান্তা হয়ে দগ্ধ দুঃখের দহনে?
হায় বিধি, তব রীতি নিরখি উপজে ভীতি,
কনক কমল শোভে হিমাদ্রি-সদনে;
তথায় দুরন্ত কীট পশিল কেমনে?

অই না সরসী সতি! উদ্যান-হৃদয়ে?
যথা অয়ি চারুশীলে! সহচরীগণে মিলে
সে সলিলে নিরখিলে হংস হেমময়ে;
চঞ্চল হইল চিত্ত ভাবি পরিণয়ে!
স্বয়ম্বরে প্রাণপতি অচিরে লভিলে সতি
রূপে গুণে অনুপম ভূপাল-তনয়ে,
বঞ্চিয়া বাসব আদি দেব চতুষ্টয়ে।
গ্রহণ করিয়া পাণি, স্বর্গসুখ অনুমানি,
প্রতিজ্ঞা করিল নল পরাণ-বিলয়ে
কদাপি ত্যজিবে না এ নারী-কুশেশয়ে।

নীরদ-মালায় শোভে প্রাবৃষ-অম্বর,
গুরু গুরু ডাকে ঘন বারি করে বরষণ,
কিন্তু সে হেমন্তে শূন্য জলদ-নিকর;
তেমতি ব্যসনে অর্থ-শূন্য নৃপবর।
কনিষ্ঠ পুষ্করে ল'য়ে অক্ষ-ক্রীড়া মত্ত হ'য়ে
রাজ্য, রাজসিংহাসন, প্রাসাদ সুন্দর,
হারিল সকলি ভূপ মন্দ-ভাগ্যধর।
দুনয়নে অশ্রুধার, পরিধেয় মাত্র সার,
দারুণ লজ্জায় পড়ি ভূপাল-শেখর
কান্তা সনে অন্তর্হিত গহন-ভিতর।

এ হেন দারুণ লিপি বিধি নিরদয়
আয়স লেখনী দিয়া, হইয়া পাষাণ-হিয়া,
কেমনে লিখিলি বল্ জনমে বিস্ময় !
অমূল্য রতনে কেবা বহ্নি সংযোজয় ?
পতিব্রতা কুলাঙ্গনা তার ভালে এ যন্ত্রণা,
না জানি এ কুমন্ত্রণা-মূল কেবা হয়,
অথবা নিয়তি কারো ঘুচিবার নয়।
অনাহারে শীর্ণকায়, শুষ্ক কণ্ঠ পিপাসায়,
পরস্পর দোঁহে চায়, অশ্রুধারা বয়,
এমনি দম্পতী-প্রেম মধুরতাময়।

নেহারি কাননে পাখী,—হিরণ্ময় অঙ্গ;
বাসনা হইল নলে, ধরিতে তা সুকৌশলে,
কিন্তু গ্রহ প্রতিকূল দেখিবারে রঙ্গ,
পিন্ধন-বসন-সহ উড়িল বিহঙ্গ।
হতবুদ্ধি দোঁহাকার দুনয়নে বাষ্পধার,
পরাইয়া বসনার্দ্ধ বল্লভে উলঙ্গ,
(হরগৌরী রূপ যেন হইল প্রসঙ্গ ;)
কত ক্ষণে ক্ষামেক্ষণা বিদ্যুল্লতা - বরাঙ্গণা
কহিল হৃদুলে দিয়া সুখ-আশে ভঙ্গ,
বাজিল মধুর বীণা সুধার তরঙ্গ।

"জীবিতেশ! প্রাণকান্ত! হৃদয়-রতন!
নিষধ-ঈশ্বর হ'য়ে ধরাধিপ নাম ল'য়ে
শেষে কি করিলে সার বিপিন-ভ্রমণ,
ভবের ভিখারী হ'লে নৃপাল রতন?
তবু না পূরিল সাধ, বিধাতার একি বাদ!!
পদে পদে এ বিপদে দগধ জীবন;
হেন পোড়া ভাগ্য কার না দেখি কখন।
তাহে খেদ নাহি নাথ, থাকিলে তোমার সাথ
দেবেন্দ্র-বিভবে দাসী ফিরায়ে বদন
সাদরে ও পদ হৃদে করিবে ধারণ।

" ভেব না ভেব না কান্ত, দাসীর বিনতি;
ধৈরয ধারণ কর নেত্রনীর পরিহর,
চল যাই স্থানান্তর, শুন এ ভারতী;
কিম্বা চল ভীমসেন পিতার বসতি।
যা হোক তা করো পরে মাগি পদযুগ ধরে,
দাসীর জীবন যদি রাখ মহামতি!
একাকী গহনে তারে ত্যেজো না নৃপতি।"
নীরবিলা সেই রামা পতিব্রতা হিতকামা
পালটিল সেই সুর প্রতিধ্বনি সতী;
অমনি নিদ্রিতা সেই নলের যুবতী।

নয়ন মেলিয়া সতী দেখে অন্ধকার ;
না হেরিয়া প্রাণনাথ, শিরে হ'ল বজ্রপাত,
ভালে করে করাঘাত করি হাহাকার ;
বহিল কপালতলে রুধিরের ধার।
আলুথালু কেশপাশ, অর্দ্ধেক পিন্ধন-বাস,
মৃগহারা মৃগী যথা ভ্রমে অনিবার ;
হতাশে সম্ভাষে বামা যা সম্মুখে তার—
"বল অহে গিরিবর, কোথায় জীবিতেশ্বর,
কহ নদি কল্লোলিনি, কোথা প্রাণাধার
জান কি বিহঙ্গি, কোথা মম কণ্ঠহার ?"

হেনকালে অকস্মাৎ হ'ল দৈববাণী—
"ধন্য ধন্য পতিব্রতে, কীর্ত্তিমতি ত্রিজগতে
সম্বর বিলাপ কেন আকুল-পরাণি,
অচিরে লভিবে পতি নৈষধের রাণি !
কুগ্রহের হ'বে শান্তি, ঘুচিবে সকল ভ্রান্তি,
তিলেক না রবে আর হৃদয়ের গ্লানি,
যাও বৎসে, যথা মাতৃষ্বস্থ-রাজধানী।
জনক পাইয়া ব্যথা দূত পাঠাইবে তথা,
সমাদরে ল'য়ে যাবে হ'য়ে অভিমানী ;
সয়ম্বরে ঋতুপর্ণ দিবে পতি আনি।"

নূতন বৎসর।

ভব-রঙ্গভূমি করিয়া সৃজন,
ঘটনা-অঙ্কিত-ঐহিক-জীবন
নরনারীকুলে থুইলা ধাতা।
জীবনের চারু-নাটক-রতন
নানা রসে যাহা হৃদয়-রঞ্জন,
আশৈশব অঙ্ক পঞ্চেতে* শোভিত,
বিবিধ-ঘটনা-পতাকা-রঞ্জিত ;
ভাবি-করতলে কি সুখদাতা !

কৃতান্ত-পরীক্ষা তাহে সুকঠিন,
আশার কুহকে যতই নবীন,
যত দীপ্তিমান্ মানস-মোহন,
সুদূরে যতই নয়ন-রঞ্জন,
কিন্তু সে অপটী হইলে পাতিত,
আর কি নয়ন হয় বিমোহিত ?
পরশে বিলুপ্ত সে ইন্দ্রজাল।

ঘূরিছে নিয়ত আয়ুঃ চক্রাকার
তুলিছে ফেলিছে পট অনিবার

* যথা শৈশব, পৌগণ্ড, যৌবন, প্রৌঢ়, বার্দ্ধক্য।

খেলিছে তাহাতে মানব মানবী,
(সাক্ষীর স্বরূপ সুধাকর রবি)
নাচিছে গাইছে মনের প্রসাদে,
পরক্ষণে কাঁদে দারুণ বিষাদে;
কখন ধরিছে সিংহের গর্জ্জন
বীর রসে মাতি ঘূর্ণিত-লোচন,
আবার তখনি শিথিল-গঠন
ভয়-আকুঞ্চিত, বিরস-বদন;
বলিহারি তব মহিমা কাল

কালসিন্ধু-নীরে মিলিল অতীত
আয়ুঃপরমাণু তাহাতে নিহিত।
তাহার তরঙ্গে জীবনের-জাল
কখন জড়িত কখন বিশাল
অনন্ত সে কাল যুগ যুগান্তর
অবিরামগতি তরঙ্গ-দুস্তর,
ফেনপুঞ্জ যার, ঘটনা-রাশি

অনন্ত-সাগর-অনন্ত-জীবনে
অনন্ত ঘটনা অনন্ত মিলনে
পল অনুপল দিবস সহিতে
পূর্ণ বার মাস, দেখিতে দেখিতে
ডুবিল অচিরে ভরসা নাশি

সুখের সুদিনে নব অনুরাগে
কতই কল্পনা করিলে সোহাগে
সীমন্তিনী-সহ একই আসনে
কালের ক্ষমতা না ভাবিয়া মনে।
কিন্তু এবে কেন বিষণ্ণ বদন
ঝর ঝর ঝর ঝরে দুনয়ন?
হারা'য়ে সে ধন অতীত-সলিলে
বৃথা ভাব তুমি, কি হবে ভাবিলে,
পাবে কি সে দিন এ মহীতলে?

শৈশবের সখা অন্তর বিমল
এক বৃন্তে দুটী সরস কমল,
উদিত, মুদিত হ'য়ে যুগপৎ
আনন্দ-হিমানী লভিলে কিয়ৎ,
পরিণামে কাল করিল পৃথক্;
জীবিত নলিন, মলিন সম্যক্
যাপি' অধোমুখে বিয়োগ-রজনি
বিষম বিষাদে পরমাদ গণি
ফেলে অশ্রুনীর নীহার-ছলে।

আলুথালু-কেশি! মলিন-বসনে!
করতলে গণ্ড হেলায়ে বিমনে

করান্তরে মহী-হৃদয় পরশে
কি লিপি লিখিছ কাতর মানসে ?
বহিছে বিষাদে সঘনে নিশ্বাস,
আঁখি ছল ছল অন্তর হতাশ ;
কহ গো ভাবিনি কমল-বয়নি
কোন্ পরিতাপে মুদিত নয়নী ?
হারা'য়েছ বুঝি অঞ্চলের ধন
পরাণ পুতলি—সন্তান-রতন,
তাই কি স্মরণপথে সমুদিতে
ডুবিলে পয়োধি-তরঙ্গ অতীতে,
বাড়ব-অনল দহিল মনে ?

হে ধন পিশাচ, সুধাই তোমায়
কি হ'ল বিগত বরষ-সেবায় ?
আত্মীয় স্বজন বন্ধু পরিবার
কিম্বা দারসুত মায়ার সংসার,
মমতা-বিহীনে করিলে বঞ্চনা
অনাহারে করি অর্থের সাধনা ;
ধিক্ নরাধম পাপি দুরাশয়,
পাষাণ-হৃদয় বাসনা-দুর্জ্জয় !
কি ফল তিমির-নিহিত ধনে ?

অতুল-বিক্রম নরেন্দ্র-ভূপতি,
মদকল-চিত্ত নিরঙ্কুশ-গতি,
শোণিত-লোলুপ খল স্বগাদন,
সমর-প্রাঙ্গণ-সাক্ষাৎ-শমন!
হইল অতীত অশুভ বৎসর
কিন্তু রাজ্যলাভে প্রফুল্ল অন্তর,
ধিক্ নৃপ হেন রাষ্ট্র-অধিকার,
হেন ভূপনাম কলঙ্ক-আধার,
বাসনার দাস নিরয়গামি!

নমঃ শুভ্রকেশ দশমি-প্রবর!
শুষ্ক আয়ুঃবৃন্ত সত্ত্ব-শাখি'পর,
পতন-উন্মুখ শ্মশান-ভূতলে
জীবাত্মা কুড়াবে কাল করতলে;
তাই কি জপিছ অন্তরযামী?

মুদিত-নয়নে মলিন বসনে
পাপের জলধি দারুণ মন্থনে
হলাহল পান করিয়া সংসারে
কে তুমি কাঁদিছ মনের বিকারে
অবনত-শিরাঃ ধরি' জটাভার
দীর্ঘ-শ্মশ্রুধর—যোগীর আকার,

কিন্তু করপদে শৃঙ্খল-বন্ধন ;
কেন এ নিগড় করিছ ধারণ—
ধিক্! দুরাচার তস্কর-রীতি ?

কারাগার অন্ধ-তমস, বিজন,
অপরাধ-রাজি-কলুষ-ভবন ;
কঙ্কাল-সদৃশ তনু ভয়ঙ্কর
নরাধম, শঠ, কুটিল-অন্তর !
মুক্তিলাভ আশা যেমন উদিল
অমনি অন্তরে অনল জ্বলিল,
জাগিল স্মরণে পাপের কুটীর
উদিল সহসা প্রণয়-মিহির,
ফুটিল নলিনী আনন্দ-কাসারে
কাঁপিল হৃদয়-মৃণাল সে ভারে,
বহিল গৌরবে স্নেহের পবন
তাহে অনুকূল অতীত জীবন ;
তাই কি হে তুমি অপাঙ্গ স্ফুরণে
আসার-মণ্ডিত-সুধাংশু-বদনে
দেখিছ তোরণ ঘুচায়ে ভীতি ?

সাধের প্রতিমা—বরষ নবীন !
ত্যজিল প্রকৃতি বসন মলিন,

নব সাজে রাজে সতী বসুন্ধরা
ধরিয়া মস্তকে মঙ্গল পসরা
বালার্ক-সিন্দুর মণ্ডিত তায়।

নবীন অরুণ সুনীল গগনে
উজলিল মহী নবীন কিরণে;
মধুর সমীর বহে সুললিত,
নবীন পল্লব তাহে সঞ্চালিত;
নবীন বসন নবীন ভূষণে
ঊষা রসবতী নবীন যৌবনে
নবীন কাননে কৌতুকে ধায়।

নাচিল সারিকা বিটপি-শিখরে
নাচিল ময়ূর গিরির কন্দরে,
কূহু কূহু রবে পূরিয়া কানন
কলকণ্ঠ করে সুধা বরষণ,
নানা-বর্ণ-ধারি-বিহঙ্গের-গান
নব অনুরাগে মিলায়ে' সুতান
নবীন বরষ আগম ঘোষে।

নর্ম্মদা কাবেরী সিন্ধু গোদাবরী
সরযূ জাহ্নবী কলনাদ ধরি

আনন্দ-প্রবাহে আকুল-পরাণ ;
যমুনার বারি বহিছে উজান!
নীল নভস্তলে পূর্ণ শশধর
উড়ু বৃন্দ মাঝে শোভার আকর ;
সরসী-সলিলে সরস মৃণালে
দুলিছে কুমুদী, খেলিছে মরালে ;
রোহিণীর সখী কাদম্বিনী ধনী
খেলিছে গগনে ল'য়ে নিশামণি ;
ধরণি - পিন্ধন - কৌমুদী - বসন
উড়ায় কৌতুকে মলয় পবন ;
গুঞ্জরে মধুপ কুসুম - কাননে
অনুরাগে ভোর প্রণয় সাধনে,
আনন্দ-সাগরে মগ্ন চরাচর
পাপিষ্ঠ মানব বিরস-অন্তর,
কিছুতেই মনঃ নাহিক তোষে।

তবে কি মানবে বিভু দয়াময়
এতই বিরূপ এতই নিদয় ?
নিখিল সংসার আনন্দ-কানন ;
দাবানলে দহে মনুজ-জীবন ?

এ রহস্য তবে সুধাই কাহারে
ত্যজিব পরাণ মনের বিকারে,
দেখিব মস্তিষ্ক পুটক-ভঞ্জনে
কোন্ উপাদানে সন্তোষ নিধনে ;
ভবের প্রভুত্ব করিয়া ধারণ
কিসে তবে নর অধম-জীবন ?
সুখের সহিত নাহিক দেখা।

শান্ত হও মনঃ ত্যজ ভবমায়া
ধন মান কায়া সকলিত ছায়া ;
প্রকৃত পদার্থ সুখ নিরমল—
জ্ঞানানন্দভোগ্য—চেতনা বিমল।
ধরিছ হৃদয়ে দুরাশার স্রোতঃ
ভাসায়ে কলুষ-কলঙ্কিত-পোত,
কাঞ্চন বিভ্রমে রাঙ্গিক ব্যাপারী
সে হেতু অমূল্য সুখের ভিখারী ;
করহ আয়ত্ব মানস দুর্বার
করিয়া ধরম - কানন - বিহার,
অনন্ত সে কাল অমূল্য রতন
যাহার পরার্দ্ধ-ভগ্নাংশ জীবন,

হেলায় হোর'না সে দুর্লভ নিধি
(যাহাতে মিলিত সদা নিজে বিধি)
এ মর্ত্ত্য জীবন প্রাদেশ-প্রমাণ,
কিন্তু নাহি আত্ম-স্থিতি-পরিমাণ;
তবে কেন মনঃ! বিষাদে মগন
চরমে সুলভ্য সুখ-নিকেতন,
দার সুত ভাই বন্ধু পরিজন
সকলি অবিদ্যা নটীর সৃজন;
সুযশঃ সুনাম রাখ চিরদিন,
কীর্ত্তির কুসুম কোর না মলিন;
অথবা হিরণ্য-রেতায় কাঞ্চন
দহিয়া যেমতি উজ্জ্বল বরণ,
তেমতি এ ভবে জীবন ধারণে
দহি কিছুকাল দুঃখ-হুতাশনে
ধরহ অন্তিমে ভাস্বর রেখা।



শ্মশান।

রে শ্মশান! সদা তোর ভৈরব মূরতি,
অনলের শিখাবলী গগন পরশি
জ্বলিছে হৃদয়ে তোর ঘোরতর অতি।
ক্ষণে ক্ষণে তার মাঝে প্রভঞ্জন পশি
রুদ্র তেজে বিস্তারিয়া হুতাশন রাশি
প্রলয় নিশ্বাসে তারে ছিন্ন ভিন্ন করে;
তটিনী-তরঙ্গ যথা বিক্রম প্রকাশি
লণ্ড ভণ্ড করে কূল, গভীর ঘর্ঘরে।
জীব-শূন্য পাণ্ডুবর্ণ মুদ্রিত-নয়ন
শত শত শব আনি তোর করতলে
দিবানিশি সমর্পিছে দুরন্ত শমন
রাখিতে উজ্জ্বল তোর হৃদয় ভূতলে।
শকুনী গৃধিনী শিবা সারমেয়-দল,
পিশিত-লোলুপ সবে প্রদক্ষিণ করে;
কেহ বা স্বজাতি জীবে হেরে হীনবল,
মালসাট মারি তার মুখ-ভক্ষ্য হরে।
কোথাও নাচিছে রঙ্গে পিশাচ পিশাচী
দানব দানবী. তাল বেতাল দোঁহায়,
নরের কপাল.লয়ে কাপালিক সাজি
রূপের কলহে ঘোর সমর ঘটায়।

কেহ বা শবের অংঘ্রি চিবায়ে দশনে
সৃক্কণি-কুণ্ঠনে মাংসরসাস্বাদে সুখে,
কেহ পূতিগন্ধময় বিবর্ণ জঘনে
বিদারিয়া, পাকস্থলী মলমূত্র ভুকে।
উলুক বর্ত্তুল-নেত্র মসী-বর্ণ দেহ,
তিন্তিড়ী বৃক্ষেতে বসি আনন্দে ফুকারে
তাহাতে অসংখ্য সর্প লক্‌লকি জিহ
গভীর শ্বসনে তোর হৃদয়ে বিহারে।

নিশীথে স্তবধ যবে এই বসুন্ধরা,
চারিদিকে 'চম চম' করে বিভাবরী,
স্তূপাকার করি জীব-মুণ্ড-পরম্পরা
ভীম যোগাসনে কাল বসে তদুপরি।
রুধির-মদিরা-পানে কম্পিত শরীর,
স্ফুটিতাক্ষ ভীমরূপী কাল মহাবল
স্বীয় বীর্য্যতেজোবলে হইয়া অস্থির
ঘূরায় অরুণসম নয়ন-যুগল।
কৃষ্ণবর্ণ ঘোর আস্যে প্রকটে বিকট
হাস্য, দশন বিকাশি,—যেন ঠাট ছলে
হেরি সদা নানা জাতি জীবের সঙ্কট
পুলকে নাচিছে হিয়া মহাকুতুহলে।
ছিন্ন কেশ লয়ে কেহ চামর ঢুলায়
কেহবা কৌতুকে গায় ভৈরব রাগিণী

করোটী লইয়া করি সঙ্গত তাহায়।
দুলিছে কাহার গলে অযুত ফণিনী,
কালকূটে নীলবর্ণ হয়েছে শরীর।
ডাকিনী যোগিনী আদি সহচরীগণে
নিবাইয়া চিতানল করিয়া তিমির.
এইরূপে নাচে গায় আপনার মনে।

সদা মহোৎসব তোর সদনে, শ্মশান?
কৃতান্তের রঙ্গভূমি জগতী ভিতরে,
নিরন্তর রহে তোর বদন-ব্যাদান
গ্রাসিবারে প্রাণিপুঞ্জ বিশাল উদরে।
সৃষ্টির প্রারম্ভ হ'তে যুগ-চতুষ্টয়ে,
লক্ষ লক্ষ জীব তোর জঠর অনলে,
দিয়াছে অহুতি দেহ, তথাপি না হয়ে,
তৃপ্ত, জ্বলিতেছে ক্ষুধা শত গুণ বলে।
বুভুক্ষু হর্য্যক্ষ যথা হেরি অজপাল,
মুহূর্ত্তে ভক্ষণ করে একে একে সবে
তথাপি ক্ষুধায় হয়ে দ্বিগুণ ভয়াল,
শিকার প্রতীক্ষা করে বসিয়া নীরবে।

বড় ভাগ্যবান্ তুই অরে রে শ্মশান!
হ্যাদে দেখ কত জীব তোর পদতলে
নিয়ত লোটায় দেহ করিতে সম্মান
লভিতে সে মোক্ষধাম মরণের ছলে।

অই দেখ অরিন্দম বীরেন্দ্র-কেশরী
যার দৃপ্ত পদভরে টলিত ধরণী,
অদ্যাবধি কাঁপে লোক যাঁর নাম স্মরি
অন্তক-আহবে হত সেই নরমণি
রয়েছে শয়ান তোর হৃদয় উপরি।
কত শত কুলবালা—কনক-কুসুম,
হারা হয়ে জীবনিধি এলায়ে কবরী
নেত্র মুদে অধোমুখে খেয়ে তোর ধূম,
বিবর্ণ অঙ্গার সম হেরিতে কুৎসিত।
ভূপতি-শার্দ্দূল কিম্বা কুটীর-নিবাসী
এ তোর সদনে আজি উভয়ে মিলিত
ভ্রাতৃভাবে, পরস্পর স্নেহ পরকাশি।
ঘোর বৈরানলদগ্ধ বিপক্ষ কঠোর
এ হেন দুর্জন দুই মিলিবে যখন
একত্র শ্মশান অরে! পদতলে তোর,
পাসরি সে ভাব দিবে দোঁহে আলিঙ্গন।
কোটি কোটি বেদ কিম্বা বিবিধ পুরাণ
যুগে যুগে পাঠ করি বিশুদ্ধ অন্তরে,
তথাপি অক্ষম নর লভিতে যে জ্ঞান;
রে শ্মশান! দিস্ তাহা মানব-নিকরে।

ভারতে কুমার।

দোধকচ্ছন্দঃ।

আজি মহোৎসব ভারত-ধামে,
মত্ত সবে নৃপ-নন্দন-নামে;
হর্ম্ম্য সুশোভিত পল্লব-দামে
মঙ্গল-পাত্র বিরাজিত বামে।

বঙ্গ সমাবৃত কেতন-জালে,
দৃশ্য কিবা নব-পঙ্কজ-মালে!
দীপ-শিখাবলি আয়ত ভালে,
ভাস্কর-নিন্দিত বর্ণ বিশালে।

ঝাঁগড় রাগড় দুন্দুভি বাজে,
বর্ম্ম-সমন্বিত সৈনিক সাজে,
মুক্ত-অসি-ব্রত যোধ বিরাজে;
ঝঞ্ঝনি কোটি কিরীটক গাজে।

আহব-দক্ষ তুরঙ্গম-লম্ফে,
ভূতল টুটল সাগর কম্পে;
ভেদিত অম্বর কাতর দম্ভে
তোপ-রবে বসুধা অবলম্বে।

বেণু মৃদঙ্গ রবাব সুতানে
আকুল বঙ্গ সুমঙ্গল গানে;
"স্বস্তি" রবে দ্বিজ আশিষ দানে
ভেটিল ভূপতি শাস্ত্র-বিধানে। ধ্রু

উঠ মা উঠ মা ভারত জননি!
পোহা'ল তোমার দুঃখের রজনি,
জুড়াতে তোমার তাপিত পরাণ,
মুছাতে তোমার সজল বয়ান,
হের, মহারাণী হ'য়ে দয়াবতী
ডাকিয়া তনয় কুমারে সম্প্রতি,
প্রেরিলা সানন্দে তোমার ঠাঁই।

আজিকার নিশা তব সুপ্রভাত,
কুগ্রহ-কদম্ব হইল নিপাত,
উদয়-অচলে সুখের মিহির
অচিরে নাশিবে হৃদয়-তিমির;
ভুবন মোহিল বিহঙ্গ গাইল,
কনক-পঙ্কজ কাসারে হাসিল,
ঊষার রূপের তুলনা নাই॥

উঠ মা উঠ মা ভারত জননি!
পাসরিয়া শোক নিরখ অবনি,
নদী ভাগীরথী পোত-সমাবৃত,
রাজবর্ত্ম কুল জনতা-ব্যাপৃত,
বিবিধ বরণে বিবিধ বরণ
সমাগত আজু ভারত-ভবন;
ধরণি চমকে সে কলরবে।

হের দেখ আর কাতারে কাতার
রাজ-অনুচর—গৌরব-আকার,
সৈনিক - মণ্ডলী অরুণ বসনে
তুরঙ্গমে চলে আরোহি সঘনে,
কটিবন্ধে ঝুলে অসি খরসান,
মস্তকে সমর-মুকুট পিঁধান,
আকুল হৃদয়ে ঘূরিছে সবে॥

বৃটন শাসন ছাইল মেদিনী,
ছুটিল তটিনী—সাগর-বাহিনী,
ভূধর কাঁপিল, বরুণ আকুল
অকূল পাথারে হারা'য়ে দুকূল,
ভয়বীচিমালা প্রবেশি নিলয়
করিল চঞ্চল গভীর হৃদয়;
চিন্তায় মলিন বরণ নীল।

সমর-দামামা বাজিল সঘনে
অচল চঞ্চল ভেরীর নিক্কণে,
"জয় মহারাণী" বৃটন-বাসিয়া
'জয়' 'জয়' রবে ভুবন পূরিয়া
দিলা পরিচয় স্বকীয় মহিমা
ধরম-পালিত্ব উন্নত গরিমা;
ভূপান্তরে যার নাহিক তিল॥

তবু মা বুঝে না অবোধ পরাণ,
অপমান-ভয়ে সদা ম্রিয়মাণ,
আর্য্য-বংশোদ্ভব ভারতে যে জাতি
ধরিল হৃদয়ে বিজ্ঞানের ভাতি,
সুযোগ্য সুরীতি সুমতি সুধীর,
কুল-শীল-মান, প্রদত্ত বিধির ;
জীবন অধিক ভাবে সে ধনে।

যেই আর্য্যকুল সভ্যতার খনি,
গরবে টলিত অচল অবনি,
নর-নারীকুল-সুযশঃ-সৌরভে
দেশ দেশান্তর পূরিত গৌরবে ;
এবে সেই জাতি পূজি মাতৃভাবে
বরিল তোমায় সুশীল স্বভাবে,
হেরি তব গুণ মোহিত মনে॥

উঠ পুরজন মেলিয়া নয়ন
সভক্তি আনন্দে কর দরশন
ভাবী নরপতি নব যুবরাজ
অসীম সৌভাগ্য ভারতের আজ,
ভূপতি অতিথি করিয়া সৎকার
মঙ্গল আচারে আন হে আগার,
পা'বে না এ হেন সুখের দিন।

যাঁর করে কোটি নরের পরাণ,
বিক্রমে অতুল যথা অংশুমান্,
নগ-সম স্থির, পার্থ-সম বীর,
পয়োধি সদৃশ অন্তর গভীর,
সকৃপ কটাক্ষ, সানন্দ হৃদয়ে
লভ হে তাঁহার, ভক্তি বিনিময়ে ;
অবশ্য হইবে অভাব-হীন।

উঠ মা উঠ মা ভারত-জননি !
বিগত তোমার দুঃখের রজনি,
ভূপতি অতিথি করহ গ্রহণ,
হৃদয়-বেদনা করহ জ্ঞাপন,
নয়ন-সলিল সম্বর সম্বর
সাদরে কুমারে স্বীয় অঙ্কে ধর,
একেত প্রাচীনা—সুবাদে মাসী।

বাজ রে বীণা বাজ এই বার
মজুক আনন্দে অখিল সংসার,
গিরি-নদী নদ সাগর উচ্ছ্বাসে
বাজ রে মুরলী পরম উল্লাসে—
" ভারতের দুঃখে মাতা মহারাণী
" সাদরে কুমারে কহিলা এ বাণী—
" ' যাও বৎস, তোষ ভারতবাসী।' "

বসন্ত প্রভাত।



তামরসচ্ছন্দঃ।

ভুবন সুশোভন মত্ত বিলাসে,
উদিত নবারুণ চারু বিভাসে;
শতদল মেলি সরোজ বিকাশে,
মলয় সমীরণ মুগ্ধ সুবাসে।

বন-লতিকাগণ মোহন রাজে,
অভিনব অম্বর সুন্দর সাজে;
কুমুদ বিয়োগিত কুণ্ঠিত লাজে
লখি নিরপত্রপ দীধিতি-রাজে।

কুসুমিত মাধবিকা সহকারে
জগজন-রঞ্জন মঞ্জরি-ভারে;
কুসুম কদম্ব বিলম্বিত হারে
যুবজন চঞ্চল কানন ধারে।

রসময় নীরস-পাদপমালে
তরুণ বিনোদন পল্লব-জালে;
বিবিধ-বিহঙ্গ সুরঞ্জিত ডালে
সুমধুর গীতি-সুধারস ঢালে।

ললিত বিশাল রসাল-নিকুঞ্জে
চতুর মধুব্রত গন্‌গন গুঞ্জে
কল কল গাইল কোকিল-পুঞ্জে
ফুটিল লবঙ্গলতা কত কুঞ্জে।

বিকসিত পঙ্কজ সৌরভ-দানে
করিল বিমুগ্ধ বিলাসি-পরাণে।
খগকুল শোভি-নিকুঞ্জ বিতানে
সুরসিক ভাবুক মোহিল গানে।

ইন্দ্রিয়ের প্রতি।

আহা মরি যুগল নয়ন!
নিরমল-কান্তি যথা স্বচ্ছ দরপণ।
না জানি কি দিয়া বিধি,
সৃজিলেন হেন নিধি,
ক্ষণে যাহে প্রতিভাত এ সৌর জগৎ;
উদার-হৃদয় হেন কে আছে মহৎ?

তবে কেন বল অহে আঁখি—
বিচিত্র বিমল সৃষ্টি অনায়াসে রাখি,
হ'য়ে পাপ-কলুষিত
পরমাণু-পরিমিত
অপরের ছিদ্র সুখে কর অন্বেষণ,
থাকিতে আপন দেহ, নিখাতে মগন।

নাহি তব কলঙ্কের ভয়,
দলিত অঞ্জনে তব রুচি-উপচয়।
প্রকৃতি তরল জানি
তবে কেন শুনি বাণী—
শিলার সদৃশ তুমি হইয়া কঠিন,
অন্যেরে বিষণ্ণ হেরি না হও মলিন।

দূরদর্শী বট চিরকাল,
অযুত যোজনে হের তারকার জাল;
কিন্তু তব পার্শ্বভূমি
না দেখিতে পাও তুমি,
অন্ধভাবে তার প্রতি কেন পক্ষপাতী?
ধন্য হে চতুর! পরসুখের অরাতি।

সুললিত শ্রবণ যুগল!
কঠোর নিনাদে তুমি হও হে চঞ্চল!
মধুর বচনাবলি
শুনিবারে কুতুহলী
হইয়া, থাকহ সদা বিমুক্ত অন্তরে
তবে হে বধির কেন সকরুণ স্বরে?

অই শুন মোহন-বাঁশরী
ভাসায়ে গগনপথে সঙ্গীত-লহরী
তব অঙ্গ সুশীতলে
সুধা আনি মহীতলে
পীযূষ-লহরীধারা ঢালে বিনোদিনী,
তবে কেন তৃপ্ত শুনি অসূয়া-কাহিনী?

শুন অয়ি রুচির নাসিকে,
সরল-কিশোর-অঙ্গ নবীন বালিকে!
প্রভাতে মাধবী-বালা
সাজায়ে কুসুম-ডালা
তব চিত্ত-প্রসাদনে আকুল-অন্তর,
তবে কেন দোষাঘ্রাণে হও অগ্রসর?

ছিদ্র হয় দোষের কারণ,
কিন্তু তব ছিদ্র রাখে জীবের জীবন।
তোমারে আশ্রয় করি
সকলে পরাণ ধরি
স্বেচ্ছামত ইতি উতি করে বিচরণ,
তাই বলি ত্যজ ঘৃণা-কুঞ্চিত-গঠন।

মরি মরি কোমল রসনে!
ভারতী-রূপিণী তুমি বদন-সদনে!
অঙ্গের নিছনি তব
লয়ে বিধি ভবধব
গড়িতে মৃণালে বুঝি পরম কৌতুকে
নিরাশ হইয়া, শেষে বিঁধিলা কণ্টকে।

তব বাণী অতি সুমধুর,
শ্রবণে প্রদানে কিবা আনন্দ প্রচুর।
কিন্তু স্বার্থ-হানি হ'লে,
বহ্নি বিনা উঠ জ্ব'লে
কঠোর হইয়া শেষে ধর রূঢ় বাণী
যাহাতে পাষাণ ভেদে, হেন অনুমানি।

শুন অয়ি চতুর রসনে!
বচন-কৌশল, তুমি শিখিলে কেমনে?
বন্দি-সম বার মাস
করিছ বদনে বাস
অরুণ কিরণ কভু না হের নয়নে,
শিখিলে এ বাচালতা কাহার সদনে?

জানি তুমি ভোগবিলাসিনী,
কটু তিক্ত কষা রসে হও বিষাদিনী।
কহ গো চটুলে সত্য
বাসনা জানিতে তথ্য
পরনিন্দা ভুঞ্জ কেন সদানন্দ মনে
ন্যক্কারি মধুর রস কুটিল বদনে?

তুমি সখি বড় রসবতী—
নানাবিধ রসে তব অবিরাম রতি।
সত্য, তব বাক্য সুধা
বিনাশে শ্রবণ ক্ষুধা,
কিন্তু তব নীরসতা হ'লে অনুভব
ইচ্ছা যাই দূরদেশে পাসরিয়া সব,

তুমি ত্বক্ দেহ আবরিয়া
ঢাকিয়াছ জীবগণে সদয় হইয়া।
অনুভব অনুপম
ঘুচাও সকল ভ্রম
তবে কেন মদভরে কর অত্যাচার,
ভুলিয়া স্বভাব, কর হেন ব্যবহার ?
অগুরু চন্দন ধরি অঙ্গে,
ধর্ম্ম-অভিমানে মজ ছলনার সঙ্গে।
বিচিত্র কৌষেয় বাস
পূরাবে না অভিলাষ
ভণ্ডের দুর্গতি শেষে রৌরব-নিরয়ে,
তাই বলি মাখ ধর্ম্ম-বিভূতি হৃদয়ে।

ধন্য তুমি পদ মহীতলে
বঞ্চিছ মানবে নিত্য বিহঙ্গের ছলে;
তোমাতে করিয়া ভর
কুপথে ভ্রমিছে নর
সহে নানা দুরগতি হ'য়ে স্বেচ্ছাচারী
তাই বলি হও সত্য-কানন-বিহারী।

আহা মরি সুকুমার পাণি !
মৃণাল জিনিয়া তব অঙ্গ অনুমানি ;
হ'য়ে লোভ - পরবশ
লভিলে হে অপযশঃ
কুক্রিয়া-আসক্ত তুমি তেয়াগি সুরীতি
নাহি কি কিঞ্চিৎ তব ধরমের ভীতি ?

ঊষাকালে প্রবেশি কানন
বিবিধ কুসুমরাজী কর হে চয়ন
মল্লিকা মালতী জাতি
বেল চাঁপা নানা জাতি
টগোর শেফালী কৃষ্ণকেলি কুবলয়,
অশোক কিংশুক কুন্দ রুচিরতাময়।

নানা ফুলে মালা চিকনিয়া
গাঁথিছ কাহার তরে চিত্ত-বিনোদিয়া ?
বারাঙ্গণা - অনুরাগে
ভুলি সব যজ্ঞ যাগে
ভাসালে মানবে তুমি কলুষ-পাথারে,
তোমার চরিতে ধিক্ অশেষ প্রকারে।

মৃদু স্বরে মোহিয়া বচন!
নানাবিধ ছলে কর স্বগুণ কীর্ত্তন;
দম্ভের কলঙ্ক তাই
তোমাতে দেখিতে পাই
অতএব সেই ভাব আশু পরিহরি
নির্ম্মল আনন্দ ভুঞ্জ দিবা-বিভাবরী।

প্রকৃতি গভীর তব অতি
অদৃশ্যে থাকিয়া জীবে কর মুগ্ধ-মতি।
ত্যজ নিন্দা অভিমান
লভ নিরমল জ্ঞান
কর বিভু-গুণ-গান ভেদিয়া গগন,
যাহাতে পবিত্র হবে মানব-জীবন।

অদৃশ্য ইন্দ্রিয় তুমি মনঃ!
তিলেক সন্তাপে, হায়, হও বিচেতন।
সুখে ভুঞ্জ নানা রস—
সদা অভিমান-বশ—
হ'ওনা হে পরবশ—করি এ বিনতি,
খোল হে উন্নতি-দ্বার ঘুচায়ে নিয়তি।

কোন কালে নাহি তব অঙ্গ,
কিন্তু তব গতি দ্রুত জিনিয়া বিহঙ্গ।
করিলেন নিরঞ্জন
বিধাতা তোমায় মনঃ!
পবিত্র-শরীর-ধামে লভিয়া বসতি
তবে কেন পাপে হও কলুষিত অতি?

বিদ্যাপতি।

ধন্য তুমি সাধুবর কবি বিদ্যাপতি!
আহা কিবা সুমধুর তোমার ভারতী।
জনমি মিথিলা-ধামে, উজলিলে পরিণামে,
সুযশঃ-কৌমুদী-দানে কাব্যের সংসার,
মানস চকোর যাহা পিয়ে অনিবার।

কৃষ্ণনামশীধুপানে সদা মাতোয়ারা,
ঢলিয়া পড়েছ সাধো, হ'য়ে জ্ঞানহারা।
পুলকে নাচিত অঙ্গ, সব সাধে দিয়া ভঙ্গ;
রসনায় বহাইয়া প্রেমের লহরী
ভাসাইয়া ছিলে কবি, লছমী সুন্দরী।

বিশুদ্ধ চরিত তব বিমল প্রণয়,
সরসী নির্ম্মল তোয়ে যথা কুবলয়।
শিবসিংহ অধিপতি, কাব্যরসে যাঁর মতি,
উজলিলে সভা তাঁর অহে মহাত্মন্!
মুগ্ধ করি চণ্ডীদাস, রূপনারায়ণ।

যশোদা-নন্দন কৃষ্ণ রাধিকামোহন
তাঁর লীলা ছলে ভাব করিলে বর্ণন।
অপার কৌশলে কবি, কবিতা-নলিনী-রবি!
গুম্ফিলে কবিতা হার যুগ্ম সূত্র দিয়া
কিন্তু তার সমাবেশ না পাই খুজিয়া।

নৃপাল-মহিষী তব কল্পনাসুন্দরী,
তাই কি কবিতা তব মনোমুগ্ধকরী?
কাঞ্চন লতিকা সম, হেন নারী নিরুপম,
অপরূপ-কান্তিদেহা সম্মুখে বিহরি
তুলিল তাই কি হেন ভাবের লহরী?

রতন-সম্ভবা বিভা অতি নিরমল
তাই নারীরত্নে তব প্রতিভা উজ্জ্বল।
বাসন্তীরে হেরি যথা, পিকবর কহে কথা;
সুমধুর রব ধরি পূরিয়া কানন;
সেই রূপ চিত্ত তব লছমী-রঞ্জন।

না হেরি লছমী দেবী অতি রূপবতী,
কণ্ঠ-কারাগারে তব রুদ্ধ সরস্বতী।
সুকুমার অঙ্গ তার, না ছুঁইলে একবার
তবু তুমি জড়িমাঙ্গ ভাবি সে রতন।
কত নব ভাবে তব অলঙ্কৃত মনঃ!

অহে কবি! লোকলজ্জা-অভিচার-যাগে
হেরি দেবী তব বাহু যূপ অনুরাগে,
ত্যজিল মুকুতা হার, আর যত অলঙ্কার,
কেবল তোমার লাগি হয়ে পাগলিনী;
বশীকার মন্ত্র তব প্রেমের কাহিনী।

নব নব তব ভাব কে বলিতে পারে,
লছমীর লজ্জাসিন্ধু পান করিবারে
ধরিলে অগস্ত্যরূপ, উথলিল ভাব-কূপ,
পুলকে পূরিল অঙ্গ জড়িমা অন্তরে,
মুকুতা কলাপ সম স্বেদবিন্দু ঝরে।

ধন্য তুমি কৃষ্ণ-প্রেম-ভকত-প্রবর!
শান্তি রসে সদা তব প্রফুল্ল অন্তর,
শুনিয়া তোমার গান, আকুলিত হয় প্রাণ,
মোহিলে চৈতন্যদেবে ভারতীর বলে,
যশের কুসুম ভাল ফুটালে ভূতলে।

অদ্ভুত স্বপ্ন।



নিদয় নিদাঘ-তাপে ব্যথিত হৃদয় ;
বিষম সন্তাপে শান্তি পাইল বিলয়।
অটবী - বিটপি - দলে,
কৈরব - কদম্ব জলে,
মাতিল সকলে যেন তপস্যা-কারণে
বিস্মরি রহস্য-লীলা প্রকৃতির সনে।

উদিল পূর্ণিমাশশী সুনীল অম্বরে,
স্বচ্ছনীর - দরপণ - স্থির - সরোবরে
নিরখি বদন নিজ
যাহে ভুলে মনসিজ
নিমগ্ন সুধাংশুদেব সরসী-জীবনে
পুলকিত কুমুদিনী প্রণয়-রতনে।

রসজ্ঞ-ভাবুক-চিত্ত এ বিশ্ব ভবনে,
হেরিলে প্রকৃতি-শোভা পবিত্র নয়নে,
ধৈরয ধরিতে নারে
বচনে বর্ণিতে হারে
অদ্ভুত অনন্ত সৃষ্টি—মানস-মোহন ;
বিরলে বসিয়া করে বাষ্প বিসর্জ্জন।

করিতে শীতল সন্তাপিত কলেবর,
বিজনে হেরিতে বিশ্ব—ভাব রত্নাকর.

অধীর হইল চিত,
নাহি ভাবি হিতাহিত

ধাইল কালিন্দীতটে করিতে ভ্রমণ,
যাহার প্রণয়ে বদ্ধ নিয়ত পবন।

বহিতেছে কুলু কুলু যমুনা ভাবিনী—
কোবিদ-মানস-সরঃ-ফুল্ল-কুমুদিনী।

ভাসিছে তরণি জলে
যথা ঘন নভস্তলে

কৌতুকে সাজায়ে দোঁহে রজত অম্বরে,
হাসিছেন নিশানাথ প্রফুল্ল অন্তরে।

হেরিয়া উপল-খণ্ড—অসিত-বরণ,
নিমিষে করিল মোর অন্তর হরণ।

হরষে তাহাতে বসি
নিরখি গগনে শশী,

উপজিল কত ভাব কে বলিতে পারে,
নিমগ্ন হইনু তদা সুখ-পারাবারে।

শান্তির লহরী বহি জুড়াল শরীর,
চিত্ত হতে অপগত ভাবনা-তিমির ;
সুশীতল সমীরণ,
সুধা করে বরষণ,
ওজস্বি-ইন্দ্রিয় যত, হইল অলস,
চেতনা হরিয়া নিদ্রা করিল বিবশ।

তন্দ্রার আবেশে হ'ল হেন অনুভব,
সমীপে কোথাও যেন মহৎ উৎসব।
জনতার কোলাহল
বিদারিছে নভস্তল,
ক্ষণেক নিস্তব্ধ, পুনঃ দ্বিগুণ প্রবল ;
কৌতুক-তরঙ্গে চিত্ত হইল চঞ্চল।

কলরব লক্ষ্য করি ধাইনু তথায়—
হেরিনু সে স্থান সমাকীর্ণ জনতায় ;
সম্মুখে কানন শোভে,
তাহে যতিমনোলোভে,
তান লয়ে নৃত্য গীত তাহার ভিতরে
নানা যন্ত্রালাপে, চিত্ত বিমোহিত করে

সৌরভে বাসিত দেশ আবৃত কুসুমে,
অবিরত তমোময় গন্ধরস-ধূমে;
　　গুম্ফিয়া চিকণ মালা,
　　প্রসূনে সাজায়ে ডালা,
নবীন যুবক ধীর বঙ্গের তনয়
কানন চৌদিকে ভ্রমে চঞ্চল-হৃদয়।

কাহার শরীর ক্ষত গাত্র-ঘরষণে
রুধিরে আপ্লুত; ব্যস্ত মরম বেদনে।
　　ঠেলি জীব চারি ভিতে
　　বল করি প্রবেশিতে
কাহার কুসুম ডালি পতিত ধরায়,
পদাঘাতে বিদলিত হইতেছে হায়!!

অনাহারে অনিদ্রায় যাবৎ জীবন
করিয়া কঠোর তপঃ কত শত জন;
　　নেত্র পটে অভিরাম,
　　লভিতে সে রত্নধাম,
বিফলপ্রযত্ন হয়ে করিছে রোদন;
নিরখি সে ভাব সবে হতাশা-মগন।

অমৃতলহরীসিক্ত মধুর মুরলী—
পঞ্চমে, সপ্তমে কভু ধরিয়া কাকলী,
পথিক-শ্রবণে মরি,
সুধা বরষণ করি,
করিছে কাননে ভগ্ন-চিত্ত আকর্ষণ,
শুষ্ক দেহে সঞ্চারিয়া নবীন জীবন।

কাননের চারিভিতে করিনু ভ্রমণ
না হেরে তোরণ তার বিষাদে মগন
সহসা তড়িৎ সম,
সুষমায় অনুপম,
কে এক রমণী আসি অম্বর হইতে
মোরে লয়ে অন্তর্হিত হইল চকিতে।

সমীর-প্রবাহ জিনি দ্রুততর গতি
কানন অন্তরে আসি উপনীতা সতী
আহা মরি চমৎকার,
বিলোকি সে শোভা তার,
হারায়ে নয়ন-যুগ, বিস্ময়-সাগরে
ডুবিলাম একবারে, বাক্য নাহি সরে

রতন-মণ্ডিত-দেহা—সুচারু-হাসিনী,
চিত্তের বিকার হেরি কহিলা ভাবিনী,
"উঠ বৎস প্রিয়তম !
হের শোভা নিরুপম,
জীবন সফল কর মেলিয়া নয়ন,
আজু বাছা আসিয়াছ কাব্যের কানন।

"সুরলোকে সুরপতি-নন্দন-কানন,
পারিজাত সন্তানক করেছ শ্রবণ ;
এর কাছে কিবা ছার,
তুলনা নাহিক যার,
কবিতাকনকফুল শোভিছে উদ্যানে ;
কবিকুল-ভৃঙ্গ মত্ত যার মধুপানে।

"মালীরূপে ঋতুরাজ আবদ্ধ নিয়ত,
পঞ্চমে করিছে গান মধুপ সতত,
মলয় সমীর বহে,
সুরভি মাখিয়া রহে,
উৎসবে পূর্ণিত স্থান—আনন্দ নিলয় ;
এখানে সদয় অতি বিভু দয়াময়।

"এস বাছা দেখিবে যা দেখনি জীবনে,
অবনীদুর্লভ বস্তু—না যায় বর্ণনে।
অই যে সম্মুখে সরঃ
আহা কিবা মনোহর,
দরপণ সম স্বচ্ছ অতি নিরমল;
কমল কুমুদ যাহে ফুটে অবিরল।

"ভাবের সরসী নামে খ্যাত চরাচর,
কোবিদ-মানস-পদ্ম আধার সুন্দর।
প্রতিভা অরুণ-করে,
উহারা কি শোভা ধরে,
বশীর অন্তর হরে পরিমল দানে,
আহা মরি কত গুণ না যায় বাখানে।

"কপোল-বিন্যস্ত-কর প্রস্তর-গঠিত
অই যে মূরতি সব আমার খোদিত;
জীবিত বলিয়া সব
মনে হয় অনুভব
কিন্তু বহুদিন সবে বিগত-জীবন;
স্নেহের পদার্থ বলি করেছি গঠন।

"কবিতা-রতন-হার উহাঁদের গলে,
আহা মরি অদ্যাবধি কিবা ঝলমলে।
মণি মরকতচয়
কালে হীনপ্রভ হয়,
কিন্তু কি অপূর্ব্ব দেখ এ রতন-হার
ক্রমশঃ উজ্জ্বলতর, না লভে বিকার।

"সমাধি মন্দির অই দক্ষিণে তোমার,
কাঞ্চন-নির্ম্মিত, তুঙ্গ, অপূর্ব্ব আগার।
যশঃকেতু শিরে যার,
উড়িতেছে অনিবার
মৃদু মৃদু শান্তিবায়ে মরি কি সুন্দর,
চল এবে যাই মোরা উহার ভিতর।

"পবিত্র অন্তরে বাছা, অতি ধীরে ধীরে
করিবে প্রবেশ এই সমাধি-মন্দিরে।
বিশাল ললাট-দেশ
অঙ্গে নাহি কোন বেশ,
গম্ভীর-প্রকৃতি অই সব মহাজন
ধ্যান-পরতন্ত্র হয়ে মুদ্রিত-নয়ন।

"সুমধুর বীণা করে বিশ্ব-বিনোদিনী
অই যে সম্মুখে দেবী—ত্রিতাপ-হারিণী।
যাঁহার করুণা-বলে
ধন্য নর মহীতলে,
অমর হইয়া ভবে রহে চিরদিন,
অনন্ত মহিমা তাঁর নিয়ত নবীন।

"দেখিলে যে সব মূর্ত্তি পাষাণে গঠিত
সমাধিমন্দিরমুখে যতনে স্থাপিত—
শ্রাবক বাল্মিকী শুচি,
কালিদাস বররুচি,
দ্বৈপায়ন ভবভূতি আদি কবিগণ,
অদ্যাপি যে সব নামে মত্ত জগজন।

"ভক্তিভাবে যাঁরে তুমি যোড় করি হাত
সাষ্টাঙ্গে করিলে বহুক্ষণ প্রণিপাত,
উনি প্রিয় সখী মোর,
অভেদ্য প্রণয় ডোর,
'কল্পনা' আমার নাম—মাধব-রমণী
'বীণাপাণি' নামে উনি বিখ্যাত-ধরণী।

সহসা সে নামে মোর তনু শিহরিল,
এ হেন অপূর্ব্বধামে কে মোরে আনিল ?
বাস মম ধরাতল,
নাহি কোন পুণ্যবল,
অহো! একি শুনি তবে! অমনি যেমন
মেলিব নয়ন, ভগ্ন সুখের স্বপন।

কীর্ত্তি।

ধন্য সেই নরমণি এ মহীমণ্ডলে
প্রতিষ্ঠা করিল যেই, নিজ পুণ্যবলে,
তোমারে গো কীর্ত্তিদেবি! পূজিয়া যতনে
সদ্গুণ-কুসুম দিয়া ও রাঙা চরণে।
ভুবনবাসনা তুমি হীরক-ভাণ্ডার
আসিতে দাওনা কাছে বিস্মৃতি-আঁধার।
কালের তরঙ্গরূপে বহিছে জীবন,
কার সাধ্য গতি তার করে নিবারণ ?
কিন্তু যদি কর তারে তুমি অনুমতি,
বারিস্তম্ভরূপে তার হ'য়ে পরিণতি,
তোমার পরশে হবে অচল অক্ষয়;
কত যে মহিমা তব জানে সহৃদয়।

গুণের বিচারে তব তেজস্বিনী মতি
তোমারে ছলিবে হেন কাহার শকতি?
কৃত্রিম ভূষণে তব মহা অনাদর,
আড়ম্বর তব ঠাঁই সদা ঘৃণাকর,
নরের লাবণ্যে তব নাহি হয় ভুল,
গুণহীন রূপরাশি নয়নের শূল।
জনমি জগতে, দেবি, কত মহাজন
তোমার কৃপায় ভুঞ্জে অক্ষয় জীবন।
ভারতী-পদারবিন্দ সেবিয়া যতনে
বিভূষিয়া নিজ ভাষা সদ্ভাব-ভূষণে,
করিয়া কঠোর তপঃ দিবস রজনি
নয়ন মেলিয়া কভু না হেরি অবনী,
নিরশনে একাসনে কত শত নর
না লভি তোমার কৃপা কাতর অন্তর।
তুমি দেবি, দয়াময়ি! ঊর্দ্ধগামি-জনে,
দেখাও উন্নতি-পথ হতাশা-মোচনে।
তব ভাব বশীকার মন্ত্র সুরঙ্গিণি!
ভুলাইছে নারীনরে দিবস যামিনী।
নতুবা বিরাগে ত্যজি চতুর্বর্গ ফল
কেন তব কৃপা হেতু মানস চঞ্চল?

না জানি কুহক কিবা তোমাতে বিরাজে
যাহাতে বিমুগ্ধ হেরি সকল সমাজে।
তুমি দেবি বিশ্বরমা বিশ্ব-বিনোদিনী
ভুবনে তোমার নিত্য অপূর্ব্ব কাহিনী।

অই না চলিছে দর্পে ভীষণ-মূরতি
অসি-বর্ম্মধারী কত বীরেন্দ্রসন্ততি,
মল্লবেশে মলয়জে প্রসাধি ললাট
নিজ বীর্য্যবলে খুলি সাহস কবাট,
পশিছে গম্ভীরভাবে সমর-প্রাঙ্গণে
ভাসাইতে বসুধারে রুধির-প্লাবনে,
পতঙ্গ-সদৃশ দীপ্ত মৃত্যুর শিখায়
ঢালিছে নিয়ত অঙ্গ তোমার মায়ায়।
তুমি দেবি, ধর সদা শক্তি সঞ্জীবনী
জড়বৎ মূঢ় চিত্ত বাঁচাও আপনি,
তোমার প্রসাদে হয় আনন্দ অপার
যাহার লাগিয়া নর ক্ষিপ্তের আকার।

তোমার ভারতী দেবি! নিয়ত মধুর
কোটি কোটি বীণাবেণু-দর্প করে চুর।
বারেক শ্রবণে যার ও রব পশিল
ঝঙ্কারি হৃদয়-তন্ত্রী তখনি কাঁপিল;

অবশ ইন্দ্রিয় যত হইয়া মোহিত,
স্বপ্নবৎ দেখে তব মূরতি ললিত।
তোমার সংসার, দেবি, সতত উজ্জ্বল
প্রতিভার দীপ্তিবলে, কনক কমল
অরুণ-কিরণে যথা, সুমেরু-শেখরে,
কিম্বা যথা দ্বিজরাজ স্থির সরোবরে।
দুরন্ত কৃতান্তে দমি এ ভব সংসারে
ল'য়ে যাও নরে তুমি কালসিন্ধুপারে,
রাখিয়া যতনে তার সুনাম ভূতলে
অজেয় অক্ষয় রূপে, দেবি! আত্মবলে।
অপার মহিমা তব অসীম শকতি
কমল-বাসনা তব জননী ভারতী।
যাঁহার কৃপায় ঘুচাইয়া জড়মতি
বিজ্ঞান সাধনে নর হরষিত অতি;
ভূধরচূড়ায় পঙ্গু উঠে অনায়াসে,
গান ধরিয়া মূক অবিরল ভাষে;
হেন বীণাপাণি দেবী ভাবিয়া সাক্ষাৎ
তাঁহার চরণে মনঃ কর প্রণিপাত।

কবিবর ভারতচন্দ্র।



ভারত! ভারত-চন্দ্র, চারু, নিরমল,
অকলঙ্ক, পূর্ণকল, সুধা-ঢল-ঢল।
ভাবের কৌমুদী-ভাসে, কবিতাকুমুদ হাসে,
চিত অলি মধুআশে মধুর ঝঙ্কারে,
উছলে পুলক-সিন্ধু গভীর হুঙ্কারে।

শুনিয়াছি সত্যযুগে ক্ষীরোদ-মন্থনে,
নানা রত্ন, সুধানিধি লভে সুরগণে;
কিন্তু কহ কবিবর, মথি ভাব-রত্নাকর,
কোন্ মন্ত্রে লভিলা হে সুধার ভারতী;
ধন্য হে কবিতাকুঞ্জ-কুহূকণ্ঠপতি!

শুভক্ষণে, কবিরাজ, সানন্দিত মনে,
ধরিলে মধুর বীণা—সুধার সদনে;
তব গীতি-আলাপনে, বীণা রাখি পদ্মাসনে,
বীণাপাণি, বিমোহিতা সম্মোহন তানে;
বাণীর না সরে বাণী বিস্মিত বয়ানে।

অভয়া অন্নদা আদ্যা অম্বিকার বরে,
গাইলে মঙ্গল-গীত শান্তরস ধরে' ;
শুদ্ধ শান্তি-স্থায়িভাবে, সরোমাঞ্চ অনুভাবে,
অপূর্ব্ব সরস গাথা করিলে গ্রন্থন,
যার ভাব-পরিমলে মত্ত জগজন।

বড় সাধে, গুণাকর, কাব্যের কাননে,
ফুটালে বিদ্যার নব-কুসুম-যৌবনে ;
সুন্দর নায়ক ধরি, আদ্যরসে অবতরি,
গাইলে ললিত গাথা—প্রেমের লহরী,
প্রকাশি সুন্দরে তব বিদ্যা মুগ্ধকরী।

ধন্য কবি! ধন্য ধন্য তোমার লেখনী!
বাণী তব কণ্ঠধামে সমুজ্জ্বল-মণি।
বান্ধিয়া কবিত্ব-সেতু, উড়ায়ে যশের কেতু,
জয়-ডঙ্কা দিয়া গেলে ভবনদী-পারে ;
উজলি ভারতীপদ কাব্যরত্ন-হারে।

তুমি গোপীলতাভৃঙ্গ, কাব্য-ব্রজপুরে ;
তব গণ্ গণ্ তানে সদা আঁখি ঝুরে।
তাই হেতু ভিক্ষা চাই, তব হেন শক্তি পাই,
বুড়িব কবিতাস্রোতে মুদিয়া নয়ন,
হৃদম্বুজ-প্রতিষ্ঠিত বাণীর চরণ।

সমাপ্ত।
